বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮

এ প্রকাশনাটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ১ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে নিষ্পন্ন কার্যাবলির ওপর প্রস্তুতকৃত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ২২(০১) অনুচ্ছেদ অনুসারে কমিশন এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে দাখিল করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮

সম্পাদনা পরিষদ

কাজী রিয়াজুল হক	সভাপতি
মো. নজরুল ইসলাম	সদস্য
নুরুন নাহার ওসমানী	সদস্য
এনামুল হক চৌধুরী	সদস্য
অধ্যাপক আখতার হোসেন	সদস্য
বাঞ্ছিতা চাকমা	সদস্য
অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা	সদস্য

সহযোগী সম্পাদক

হিরণ্ময় বাড়ৈ
ফারহানা সাঈদ

কপিরাইট

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

মুদ্রণে

তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, ফোন: ০১৮১৯২৬৩৪৮১

প্রকাশনা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা)
৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd,
পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮; ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd
হেল্পলাইন ঃ **১৬১০৮**

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বাংলাদেশ

সূচিপত্র

চেয়ারম্যানের ভাষ্য ৭

কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সম্পাদকীয় ১০

হিরণ্ময় বাড়ৈ, সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

অধ্যায় ১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি ১১

১.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি ১১
১.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট ১১
১.৩ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন ভূমিকা ১২
১.৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এজেন্ডাসমূহ ১৩
১.৫ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিস্তারিত কার্যক্রম এবং কর্মকৌশলসমূহ ১৪

অধ্যায় ২: ২০১৮ সনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ১৫

২.১ রোহিঙ্গা সংকট ১৫
২.২ নিখোঁজ ১৬
২.৩ বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ড ১৬
২.৪ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ১৭
২.৫ নারী ও মেয়েদের অধিকার ১৭
২.৬ শিশুর অধিকার ১৭
২.৭ নির্বাচনকালীন সহিংসতা ১৮
২.৮ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার ১৮

অধ্যায় ৩: অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা ১৯

৩.১ অভিযোগের পরিসংখ্যান ১৯
৩.২ কিছু উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ ২০
৩.৩ কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিত অভিযোগ গ্রহণ ২২

অধ্যায় ৪: ২০১৮ সনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ২৫

৪.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে ২৫
৪.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হেল্পলাইন নম্বর ১৬১০৮ চালু করল ২৬
৪.৩ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আন্ত:প্রজন্ম সংযোগ চালু করল ২৬
৪.৪ সেমিনার/কর্মশালা ২৬
৪.৫ গবেষণা ও প্রকাশনা ৩৫
৪.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন ৩৬
৪.৭ গণমাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ৩৬
৪.৮ কমিশন সভার উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ ৩৮

অধ্যায় ০৫: কমিশনের বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ ও আগামীর পথচলা ৩৮

সংযুক্তি:

০১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আর্থিক বিবরণী ৪১
০২: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যবৃন্দ ৪৩
০৩: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ৪৪

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বাংলাদেশ

চেয়ারম্যানের ভাষ্য

আমি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০১৮ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন আনন্দের সাথে উপস্থাপন করছি।

পূর্বের বছরের ন্যায় ২০১৮ সনও কমিশনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের সূচিত ধারা ধরে রাখা এবং সেই সাথে বিষয়ভিত্তিক কমিটির প্রচেষ্টাসমূহ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের আরও গভীরতর আন্তরিক সহযোগিতায় সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রমগুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তথা বৃহত্তর আন্ত:যোগাযোগ ও সাফল্য অর্জনের একটি উল্লেখযোগ্য সময়কাল।

কমিশন ক্রমান্বয়ে তার জনবল বর্ধিত করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই কমিশনের বার্ষিক বাজেট এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। সরকার অধিকতর আগ্রহসহকারে কমিশনের গুরুত্ব অনুধাবন করছে এবং কমিশনকে সময়ের দাবী অনুযায়ী আরও শক্তিশালীকরণের ইতিবাচক অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে। প্যারিস নীতিমালার গাইডলাইনসমূহ অনুসরণ করতে এবং একটি আন্তর্জাতিক মানের এনএইচআরআই-এর অবস্থানে পৌঁছাতে যে যে সংস্কারাদি সম্পাদনের প্রয়োজন তা যথাশীঘ্র স্বল্প সময়ে নিষ্পন্ন করতে পারবে মর্মে কমিশন আশাবাদী। কমিশনের পূর্বে প্রেরিত প্রস্তাব অনুযায়ী সরকার সম্প্রতি ৪০টি পদের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করেছে যা এখন নিয়োগ-প্রক্রিয়াধীন আছে। কিন্তু, কমিশন ভবিষ্যতে আরও জনবল ও সরঞ্জামাদির বৃদ্ধি প্রত্যাশা করে।

কমিশন তার নিজস্ব ম্যান্ডেটের আলোকে বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টাসমূহ চালিয়ে যাচ্ছে- যেমন, মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না তার ওপর কমিশন নজরদারি বহাল রাখছে, বিভিন্ন বিষয় বা ইস্যুভিত্তিক আইন ও বিধি প্রণয়ন বা পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তা কমিশন বিশ্লেষণ করছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে সুপারিশমালা ও গাইডলাইন প্রেরণ করছে যেন যৌন-নির্যাতন বন্ধ হয় বা কমে যায়, যেন যথাযথ সাবধানতা ও যত্নের সাথে মাদক-বিরোধী অভিযান পরিচালিত হয়- যাতে জীবনের অধিকার সংরক্ষিত থাকে, চাকুরির কোটা ও নিরাপদ সড়ক ইস্যুতে সৃষ্ট ছাত্র-আন্দোলন যেন এমনভাবে নিয়ন্ত্রন করা হয় যাতে মানবাধিকার অক্ষুন্ন থাকে। কমিশন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আমলে নেয়ার জন্যও ব্যাপক কর্মোদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে; গুরুতর ধরণের অভিযোগসমূহ সুয়োমটো-ভিত্তিতে বা স্বপ্রণোদিত হয়ে কমিশন আমলে নিচ্ছে এবং ভিকটিমরা যাতে দ্রুত বিচার পায় সেলক্ষ্যে তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান ও তদন্তের ওপর জোর দিচ্ছে। ২০১৮ সনে সর্বমোট ৭২৮টি অভিযোগ কমিশনে গৃহিত হয়েছে যার মধ্যে ৫৮৯টির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ১৩৯টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কমিশনের ফুল বেঞ্চ-এর অধীনে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

মানবাধিকারের সুরক্ষা ও উন্নয়নে কমিশন নিবেদিত এবং একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ-যেখানে কাউকেই পেছনে ফেলে রাখা হবে না তার বিনির্মানে কমিশন বিশ্বাস করে। ঘটনাক্রমে এসডিজির মূল উদ্দেশ্যও একই রকম। ২০১৮ সনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এসডিজি ও মানবাধিকার বিষয়ক অসংখ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করে যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল এসডিজি-লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে কমিশন কিভাবে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করতে পারে। ২০৩০ এজেন্ডার বেশীরভাগ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সেই সুবাদে এসডিজি-লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন ও এর পরিবীক্ষণে সর্বস্তরের মানুষ যাতে সচেতন থাকে ও যুক্ত হয় তা নিশ্চিতকরণে মানবাধিকার কমিশনসমূহ একটি মূখ্য ভূমিকা অবশ্যই পালন করতে পারে। এবিষয়ে

কমিশনের ঐকান্তিকতার নিদর্শণস্বরূপ সম্প্রতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্য হতে দু'জন নারীকে এবং তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের মধ্য হতে দু'জনকে এবং দলিত সম্প্রদায়ের একজনকে কমিশনের কর্মে নিয়োগ করা হয়েছে।

কতিপয় নতুন রূপকল্প চরিতার্থ করার উদ্দেশে ঝুঁকিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের মধ্য হতে কমিশনে নব-নিয়োগকৃতদের মেধা ও যোগ্যতাকে ব্যবহার করে কিভাবে একটি আন্তরিক ও অনুকূল কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় এবং জনগণকে দ্রুত সেবা প্রদানে আরও সুযোগ সৃষ্টি করা যায় সেলক্ষ্যেই এবছর কমিশনে একই সাথে একটি ফ্রন্ট-ডেস্ক, একটি কল-সেন্টার এবং একটি ডে-কেয়ার-সেন্টার খোলা হয়েছে। চৈতি, একজন রূপান্তরিত নারী, যে ফ্রন্ট-ডেস্কটি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে সে ইতোমধ্যেই বিদেশী অতিথিসহ কমিশনে আগত বহু আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণে সফল হয়েছে এবং কমিশনের জন্য সুনাম ও প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। কলসেন্টারটি যা মিতা ও উষা নামের দু'জন হুইল-চেয়ার-ব্যবহারকারীর দ্বারা পরিচালিত তা অভিযোগকারী এবং তথ্যানুসন্ধানকারীদের জন্য একটি বিরাট ভরসার স্থলে পরিণত হয়েছে। এখন প্রত্যেক অনুসন্ধানকারীই নিয়মিতভাবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাবসহ বিলম্বিত ফিডব্যাক পেয়ে থাকে। দিবা-যত্ন-কেন্দ্রটি যা শিশির নামের একজন রূপান্তরিত নারী অন্য একজন পরিচারিকার সহায়তায় পরিচালনা করছে সেটিও আন্ত:প্রজন্ম বন্ধনসমূহকে সুদৃঢ় করা এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের থেকে লব্ধ সুঅভ্যাসগুলো সঠিকভাবে চর্চা ও ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপিত হয়েছে।

অটিজম-বৈশিষ্টসম্পন্ন শিশু যারা কলা-নৈপুন্যযুক্ত তাদেরকে প্রণোদনা প্রদানের উদ্দেশে কমিশনে একটি আর্ট গ্যালারী চালু করা হয়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে শেখ রাসেল আর্ট গ্যালারী। এ আর্ট গ্যালারীটি চালু করার পূর্বে অটিজম-বৈশিষ্টসম্পন্ন শিশু এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে কমিশনে দুটি ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ঐসময় কতিপয় বিশেষ-শিশুরা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং ফলশ্রুতিতে কমিশন অনেকগুলো সুন্দর চিত্রকর্ম সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। সেগুলোর মধ্য থেকে নির্বাচিত চিত্রকর্মগুলো ফ্রেমবন্দী করে আর্ট-গ্যালারীতে প্রদর্শিত হয়। এনএইচআরসিবি চিত্রাঙ্কন-প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের একটি নির্দিষ্ট অর্থমূল্যে পুরস্কার প্রদান করে এবং তাদেরকে অন্যান্য কর্পোরেট গ্রুপের সাথে যুক্ত করে দেয় যাতে কমিশনের সুঅভ্যাস-অনুসরণে বিভিন্ন কর্পোরেট-প্রতিষ্ঠান তাদের সিএসআর কর্মকান্ডে অটিজম-বৈশিষ্টসম্পন্ন শিশুদের সম্পৃক্ত করে। এছাড়া, বিশেষ শিশুদের আঁকা ছবিসমূহ কমিশনের ক্যালেন্ডার ও শুভেচ্ছা-কার্ডে ছাপানোর মাধ্যমে তাদেরকে অধিকতর পুরষ্কৃত করার ব্যবস্থা করা হয়।

কমিশন এবছর বর্তমান এগারোটি থিমেটিক কমিটির বাইরে আরও একটি নতুন কমিটি গঠন করেছে। দ্বাদশতম থিমেটিক কমিটিটি হচ্ছে- "মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক থিমেটিক কমিটি"। থিমেটিক কমিটিসমূহ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা ও পরামর্শ-সভাসমূহ মানবাধিকার লংঘনের মূল কারণসমূহ চিহ্নিতকরণের এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনার্থে বিশেষ সুপারিশ প্রেরণের এক অমোঘ হাতিয়ার।

এবছরই কমিশন প্রথম এপিএ সিস্টেমে সামিল হয়েছে। কমিশনের সচিব কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে সরকারের কেবিনেট বিভাগ কর্তৃক চালুকৃত ফরম্যাট অনুযায়ী একটি বাৎসরিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তির ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করেছে। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী বর্ণিত কর্মকান্ডসমূহ অবশ্যই চলমান বছরের জুন মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে- যা কি না নির্দিষ্ট বছরে সম্পাদনযোগ্য কাজগুলোর একটি দৃশ্যমান অবয়ব নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং সাথে সাথে অর্জনসমূহ পরিমাপেও সহায়ক হয়েছে।

এনএইচআরসিবি এবছরও যথারীতি কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৬০-ঘন্টার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করেছে- বিশেষভাবে, এমনসব গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি আয়োজন করা হয়েছে যেমন-আরটিআই এ্যাক্ট-২০০৯, ম্যানার্স এবং এটিকেট, আচরণ বিধিমালা, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ ইত্যাদি এবং এমন সকল খ্যাতিমান প্রশিক্ষকগণ ক্লাশ নিয়েছেন যেমন- ডঃ এম, এ, সাদিক, চেয়ারম্যান, পিএসসি, মি: মোবারক হোসেন, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার, মিঃ মরতুজা আহমেদ, প্রধান তথ্য কমিশনার, মিঃ এন, এম, জিয়া উল আলম, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, কেবিনেট বিভাগ ইত্যাদি- যে, প্রশিক্ষণটি কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। কতিপয় কর্মকর্তা এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত অন-লাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছে।

এনএইচআরসিবি কর্তৃক সম্পাদিত তৃতীয়-পর্যায় ইউপিআর প্রতিবেদন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিবরণ তুলে ধরে এবং দেশের ভেতর ও বাহিরে কমিশনের অধিকার-কেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনার সম্যক প্রকাশ ঘটায়। কমিশন কর্তৃক তৈরীকৃত স্টেকহোল্ডার প্রতিবেদনটি মানবাধিকার কাউন্সিল এবং অন্যান্য সদস্য-দেশ কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে। মানবাধিকার প্রতিবেদন তৈরীতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের একটি প্লাটফরমে নিয়ে এসে তাদের মতামত প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিতে কমিশন অগ্রণি ভূমিকা পালন করে। ইউপিআর-সুপারিশমালার যে অনুচ্ছেদগুলো সরকার নোটেড হিসাবে চিহ্নিত করেছে সেগুলোকে গ্রহণ করে নেয়ার জন্যও কমিশন সরকারকে তাগিদ জানায় কারণ ইতোপূর্বেই সরকার ঐগুলোর বেশীরভাগ অনুচ্ছেদকে গৃহিত মর্মে স্বীকার করে নিয়েছিল।

রোহিঙ্গা সমস্যার সাথে জড়িয়ে কমিশনের কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। ২০১৬ সনে রোহিঙ্গা আগমনের সর্বশেষ ঢেউ শুরু হওয়ার পর থেকেই কমিশন বিভিন্ন পর্যায়ে এবিষয়ে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কমিশন বিভিন্ন ক্যাম্পেইন ও পরামর্শ-সভার আয়োজন করে, ভিডিও-ডকুমেন্টারি তৈরী করে, বিভিন্ন দূতাবাস ও কূটনৈতিক মিশন এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় পত্র যোগাযোগ করে এবং এ বিপর্যয়ের ওপর কমিশনের বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ ও প্রচার করে। বস্তুত: সামরিক জান্তা-সমর্থিত মিয়ানমার সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গা নির্যাতনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ তুলে ধরতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশই হচ্ছে প্রথম সংস্থা। এছাড়া, কমিশনই প্রথম রোহিঙ্গা-নির্যাতনকে গণহত্যা হিসাবে উচ্চারণ করেছে এবং গণহত্যা বন্ধ করতে ও অপরাধীদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচারের দাবী জানাতে সোচ্চার হয়েছে। রোহিঙ্গারা যাতে মিয়ানমারে তাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদে ও সকল মৌলিক অধিকারসহ প্রত্যাবাসিত হতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্যও কমিশন দাবী জানায়। এছাড়া, কমিশন রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের ওপর মিয়ানমার সেনাকর্তৃক পরিচালিত যৌন নির্যাতনের সাক্ষ্য-প্রমাণাদিও সংগ্রহ করে যা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচার শুরু হলে তুলে ধরা যেতে পারে।

গণমাধ্যম বা মিডিয়া হচ্ছে প্রথম সারির মানবাধিকার রক্ষক। তারা মানবাধিকার ইস্যুগুলোকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে সর্বদাই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। ২০১৮ সালও এর ব্যতিক্রম নয়। কমিশন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক উভয় প্রকার মিডিয়ার নিকট থেকেই সারাবছর সম্প্রসারিত সহায়তা পেয়ে আসছে যাতে করে জনগণের মাঝে তথ্য বিস্তরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

আমি আমার সন্তোষের অনুভূতি প্রকাশ করতে চাই যে কমিশনে আমার সমগ্র কার্যকালে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির দপ্তর এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ব্যাপক সহযোগিতা পেয়ে এসেছি। আমি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিশেষ করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি থেকেও প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি। আমার সহকর্মী সদস্য ও কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, ইউএনডিপির হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আমাকে সদাসর্বদাই সহযোগিতা করেছে এবং কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রভূত অবদান রেখেছে। কমিশনের কাজে যারাই আমার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের প্রত্যেককেই আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সকল উন্নয়ন সহযোগী, বিশেষ করে, ইউএনডিপি, সিডা, এবং এসডিসি-এদের সহায়তা ও সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় এনজিও এবং আইএনজিওসমূহের কর্মতৎপরতাও উল্লেখযোগ্য। আমি তাদের সহযোগিতা ও অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির দপ্তর এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই তাদের উদার সহায়তা ও সহযোগিতা সম্প্রসারনের জন্য।

আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পুনরাবৃত্তি করছি।

কাজী রিয়াজুল হক
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সম্পাদকীয়

আমি আনন্দিত যে ২০১৮ সালেও আমি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছি। ধারাবাহিকভাবে তৃতীয়বারের মত আমি এ কঠিন কাজটি করছি। কাজটি অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং কিন্তু আমি এ কাজটিকে আমার পক্ষ থেকে কমিশনের জন্য অতিরিক্ত কিছু অবদান রাখার একটি সুযোগ হিসাবে নিয়েছি যা অন্যথায় আমি করতে পারতাম না এবং সে লক্ষ্যেই আমি কমিশনের গত এক বছরের সার্বিক কাজকর্মগুলো পুনর্মূল্যায়নে কিছুটা অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়েছি। এটি খসড়া-প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুকে অধিকতর সুস্পষ্ট ও মানসম্পন্নভাবে সাজিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আমার সক্ষমতাকে অবশ্যই বাড়িয়ে দিয়েছে। অধিকন্তু, এ প্রতিবেদন প্রণয়নের বিষয়ে আমি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের নিকট থেকে যে মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি এবং সহকর্মীদের সাথেও যতটা ব্যাপক আলোচনা করেছি তা আমার আরব্ধ কাজকে আরও সহজ ও গতিশীল করেছে।

প্রতিবেদনটির সার্বিক অঙ্গ-সৌষ্ঠব রচনায় পূর্বের বছরের অবয়ব-কাঠামোকে অনুসরণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ-বিন্যাস ও ভাষাশৈলী প্রয়োগে সামান্য পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০১৮ সনে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী এবং পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরছে এবং কমিশনের ভাবমূর্তি সঠিকভাবে তুলে ধরাসহ দেশের সমসাময়িক মানবাধিকার চিত্রকেও ফুটিয়ে তুলছে।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর ন্যায় ২০১৮ সালও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবর্ধনের একটি বছর। বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক কার্যাবলী এবং সচেতনতা-সৃষ্টিমূলক কর্মসূচি ব্যতীত এবছর কমিশনের চলমান অর্জন নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ দ্বারা চিহ্নিত-

কমিশনের প্রধান অফিসের স্থানান্তর ও পরিবর্তন-জনিত ব্যবস্থাপনা পুনর্বিন্যাসকরণ, কতিপয় আঞ্চলিক অফিস চালুকরণ, বাজেট-বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট আইন ও কমিশনের নিয়োগবিধির সংশোধন ও হালনাগাদকরণ, জনবলের নতুন মঞ্জুরি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, কমিশনে কর্মরতদের অবসরজনিত ভাতা ও সুবিধাদি প্রাপ্তির অনুমোদন চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি। ইতোমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে অনেক কাজই সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু অনেক কিছুই সম্পাদন করা এখনও বাকি। কমিশনের বিভিন্ন বিষয়ে যথাযোগ্য শক্তি সঞ্চার করে কমিশনকে সঞ্জীবিত করার কাজ চলমান রয়েছে এবং সেটাই আমাদের আশান্বিত করে একটি ভবিষৎ উজ্জ্বলতর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিষয়ে।

আমার সহকর্মী ফারহানা সাঈদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, এ প্রতিবেদনের ২, ৩ ও ৪ অধ্যায়ের খসড়া তৈরীর কাজ করেছেন। প্রতিবেদনটি ভেন্ডর কর্তৃক ছাপানো এবং যথাসময়ে সরবরাহ প্রাপ্তির দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। তার প্রচেষ্টার জন্য তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি আশা করি যে প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সফল হবে এবং সকল সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বিবেচনায় নিয়েই পাঠক ও ব্যবহারকারীগণ একটি প্রাঞ্জল ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রণয়নে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকেই মূল্যায়ন করবেন।

আমি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই আমাকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রদত্ত পরামর্শের ন্যায় এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে তাঁদের বিজ্ঞ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য।

হিরণ্ময় বাড়ৈ
সচিব
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

অধ্যায়: ১

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি

১.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি

যদিও মানবাধিকারের ধারণা ও আদর্শ ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশের সংবিধানে সঠিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল তবুও দেশে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণে যথেষ্ট দীর্ঘ একটি সময়ই লেগে গিয়েছিল।

বর্তমান সরকারই ১৯৯৬ সনে তাদের যুগান্তকারী রাজনৈতিক উত্থানের পর দেশে একটি মানবাধিকারের পরিবেশ সৃষ্টি এবং পূর্বসূরিদের অনুসৃত বিচারহীনতার সংস্কৃতি তিরোহিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করতে পেরেছিলেন। জাতীয় নির্বাচনে কষ্টার্জিত গৌরবময় বিজয় অর্জনের পর নতুন সরকারকে অসংখ্য কর্মোদ্যোগ গ্রহণের ভার বহন করতে হয়েছে। সেগুলো ছিল গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করা, প্রশাসন যন্ত্র ও কর্ম-পদ্ধতিসমূহের পুনর্বিন্যাস এবং দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের পরিমার্জন ও পুনর্গঠন। এছাড়াও, সরকার সমাজে একটি ব্যাপক-ভিত্তিক মানবাধিকারের সংস্কৃতি বিনির্মানে মনোনিবেশ করেন। তদনুসারে, একটি কমিশন গঠনের জন্য ১৯৯৮ সনে ইউএনডিপির সহায়তায় একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু পূর্বসূরিদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সময়ক্ষেপন ও বাঁকাপথে চলার সংস্কৃতি তখনও বহাল থাকে এবং সেজন্য কমিশন গঠনের বিষয়টি দীর্ঘসময় পর্যন্ত অপেক্ষমান ও বিবেচনাধীন থাকে। অবশেষে ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৭ জারীর মাধ্যমে একটি কমিশনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১ ডিসেম্বর ২০০৮ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন কার্যারম্ভ করে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ কেবলমাত্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমেই পূর্ণ অবয়বে সৃষ্ট হয় এবং বেশীরভাগ জনগণের দৃষ্টিগোচর হয়। আইনটির দ্বারা বলীয়ান হয়ে ২০১০ সালের জুন মাসে কমিশন পূর্ণশক্তিতে কার্যারম্ভ করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর অধীনে দ্বিতীয় কমিশন ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত দু'মেয়াদে কাজ করে। বর্তমান কমিশন হচ্ছে চতুর্থ কমিশন যেটি ০২ আগস্ট, ২০১৬ তে যাত্রা শুরু করে। এ কমিশনটি একজন চেয়ারম্যান, একজন পূর্ণ-সময়কালীন সদস্য ও অন্যান্য ৫ জন অবৈতনিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত।

১.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনি ক্ষমতাবলেই দেশব্যাপী মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপকভাবে কাজ করার জন্য ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। কমিশনকে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, আইনি কাঠামো, মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও কনভেনশনসমূহ ইত্যাদি পর্যালোচনাসহ প্রচুরসংখ্যক বিষয়েই হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং সেকারণেই কমিশনের ম্যান্ডেট অনেক ব্যাপক। কমিশনের প্রধান ম্যান্ডেটগুলো নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায়ঃ

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপর সার্বক্ষনিক নজরদারি	মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ওপর ব্যবস্থা গ্রহণ	ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিগ্রস্থদের পরামর্শ সেবা ও আইনি সহায়তা প্রদান	মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা
মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা	মানবাধিকার সংক্রান্ত সুপারিশ ও নির্দেশনা প্রদান	মানবাধিকার বিষয়ে আইন সংস্কার	আন্তর্জাতিক সমন্বয়, অংশগ্রহণ, রিপোর্টিং

১.৩ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন ভূমিকা

নজরদারি ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সর্বাগ্রে তার নজরদারি ভূমিকায় অবতীর্ণ। কমিশনের প্রধান কাজই হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপর দৃষ্টি রাখা এবং দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও এর ওপর গবেষণা করা।

অ্যাডভোকেসি ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী প্রভৃতির সাথে বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাডভোকেসিতে লিপ্ত হয় যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি, জনমত গঠন এবং ক্ষেত্রবিশেষে সরকার ও কর্তব্য-সম্পাদনকারিদের ওপর চাপ প্রয়োগ বা প্রভাব বিস্তার করা। কমিশন কর্তৃক সরকারের প্রতি সুপারিশ ও নির্দেশনা প্রেরণ এবং দেশের কল্যাণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট পরিস্থিতি তুলে ধরা, ব্যাখ্যা করা তথা সাহায্য-সহযোগিতার আহবান জানানোও অ্যাডভোকেসির পর্যায়ে পড়ে।

অনুঘটকের ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন ইস্যুতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে একক প্রচেষ্টায় অথবা অংশীজনদের সাথে যৌথভাবে প্রভাব বিস্তারকারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

অগ্রনায়কের ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকারের উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক ক্যাম্পেইনসমূহ পরিচালনায় অগ্রণি ভূমিকা পালন করে; নতুন ধারণা ও চেতনার বহি:প্রকাশ ঘটায়, বিশেষ বিষয়ে ও সময়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি সর্বসমক্ষে তুলে ধরে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমিশনের প্রবণতাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক বা আলোচনাকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা এবং মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কাউন্টারপার্ট বা আগন্তুকদের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় লিপ্ত হওয়া।

সেতুবন্ধ রচনাকারীর ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বহু স্টেকহোল্ডারদের জন্যই একটি সাধারণ মঞ্চ হিসাবে কাজ করে। কমিশন অনেক ব্যক্তি ও সংগঠনকেই মানবাধিকার ইস্যুতে একত্রে এক মঞ্চে নিয়ে আসে, এনজিও এবং সুশীল সমাজের সাথে সরকারের একটি সেতুবন্ধ তৈরী করে দেয় যাতে যৌথভাবে কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়।

সমন্বয়কারীর ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের দাবী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতি, আইন ও কনভেনশনের সাথে সমন্বয় করে আইনের সংস্কার বা নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ করে। কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় আইন সংস্কারে এগিয়ে আসে এবং বিভিন্ন সময়ে আইসিসিপিআর, আইসিইএসসিআর, ভিএডাব্লিউ, সিডো- এগুলোর নতুন অগ্রগতি বা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে।

পরিদর্শকের ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের পেছনের মূল কারণ উদঘাটন এবং প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য প্রায়শ:ই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করে এবং মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করে। কমিশন নিয়মিত জেলখানা, কিশোর অপরাধ কেন্দ্র, সেইফহোম, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদিসহ মানবাধিকার-বিরোধী অপরাধ সংঘটনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

মুখপত্রের ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার কণ্ঠ। কমিশন মানবাধিকার ইস্যুতে সুনির্দিষ্ট দাবী পূরণে প্রয়োজনে আন্দোলন রচনায় এগিয়ে আসতে এবং ঐক্যবদ্ধ হতে অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীদেরও অনুপ্রাণিত করে।

মানবাধকার ইস্যুতে কোন বিশেষ পরিস্থিতিকে পরিণতি প্রদানে কমিশন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং সময়ের দাবী অনুযায়ী আরদ্ধ কাজে বিভিন্ন অংশীজন, মিডিয়া এবং সরকারকেও সম্পৃক্ত করে।

সহযোগীর ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে যৌথভাবে কাজ করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য বিভিন্ন এনজিও, সিএসও, সিবিও-দের সাথে যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ উদ্দেশে বিভিন্ন সংস্থার সাথে কমিশন এমওইউ স্বাক্ষর করে।

সর্বশেষ আশ্রয়দাতার ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রায়শ:ই সর্বশেষ আশ্রয়দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় । দরিদ্র এবং ঝুঁকিগ্রস্থ জনগণের জন্য কমিশন বিচার অন্বেষনের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে বিবেচিত হতেই পারে । কমিশন জনগণের অধিকারকে সম্মান, সুরক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করায় সদা সচেষ্ট । জাহালম ও বাদল ফারাজীর মামলা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ । তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদেছে এবং তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের শরনাপন্ন হয়েছে বিচার প্রাপ্তির শেষ ভরসা হিসাবে ।

১.৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এজেন্ডাসমূহ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে দেশব্যাপী একটি ব্যাপক-ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা; এবং সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে কমিশনের এজেন্ডাসমূহও ব্যাপক; নিম্নে প্রধান প্রধান এজেন্ডার বিবরণ দেওয়া হলঃ

- দরিদ্র, দুর্বল, প্রান্তিক ও ঝুঁকিগ্রস্থ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, বৈষম্য, নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, পাচার ইত্যাদি প্রতিরোধ ও অন্যান্য ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা)
- শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, পাচার, শিশুশ্রম, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পরা ইত্যাদি প্রতিরোধ)
- প্রতিবন্ধি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী ও নিরঙ্কুশ সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (বৈষম্য দূরীকরণ)
- ধর্মীয় ও নৃ-গোষ্ঠীগত সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ (ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি)
- পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ (ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ)
- রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ (অ্যাডভোকেসি)
- সহিংসতা ও চরমপন্থা মোকাবেলা (অ্যাডভোকেসি)
- মাদকাসক্তি, মাদক ব্যবসা এবং পাচার মোকাবেলা (অ্যাডভোকেসি)
- অভিবাসী কর্মীদের অধিকার বাস্তবায়ন (অ্যাডভোকেসি)
- আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের (LEAs) দ্বারা সংঘটিত সহিংসতা মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি (হয়রানি, নির্যাতন, হেফাজতে নির্যাতন ইত্যাদি)
- জলবায়ু পরিবর্তন, মানব-সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মানবাধিকার লঙ্ঘনে ভূমিকা রাখে তার মোকাবেলা (অ্যাডভোকেসি)
- কর্পোরেট ও ব্যবসা ক্ষেত্রে মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (কর্ম-পরিবেশ, নিরাপত্তা, কর্মীর অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি)
- বয়োবৃদ্ধদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাস্তবায়নে অ্যাডভোকেসি ইত্যাদি ।

১.৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ও কর্মকৌশল

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার কর্ম-সম্পাদনের জন্য নিজস্ব দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) অনুসরণ করছে; একটি বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা যাকে এখন বাৎসরিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) নামে অভিহিত করা হয়েছে তাতে অন্তর্ভূক্ত কাজগুলো নির্দিষ্ট অর্থ-বছরের (জুলাই-জুন) মধ্যে সম্পাদনের জন্য পূর্বেই প্রস্তুত করা হয় । কৌশলগত পরিকল্পনার অগ্রাধিকার এবং সমসাময়িক মানবাধিকার পরিস্থিতি ও সময়ের দাবী অনুযায়ী কমিশন যে কাজগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিবেচনা করে সেগুলোই বাৎসরিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয় । কমিশনের কার্যাবলী নিম্নলিখিতগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে কিন্তু সেগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়ঃ

- মানবাধিকার সম্পর্কিত ইস্যুগুলো পর্যালোচনা ও চিহ্নিত করা (মিডিয়া রিপোর্ট, বৈশ্বিক তুলনামূলক গবেষণা, আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, ইউপিআর প্রতিবেদন, নাগরিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে);
- দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা;
- মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের তথ্যাবলী (Data) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
- আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনী কর্তৃক হয়রানি, অবৈধ আটক, হেফাজতে নির্যাতনসহ সকল ধরনের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় প্রতিবাদ জানানো;
- মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে যেসব অভিযোগ কমিশনে দায়ের হয় সেগুলোর ওপর আইনি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে তদন্ত ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করা;
- যেসকল ক্ষেত্রে মানবধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কমিশনের কাছে গুরুতর মনে হয় সেগুলোর ওপর স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- কোন কোন ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পক্ষ হয়ে কাজ করা বা প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে রিট দায়ের করা;
- ভুক্তভোগীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমঝোতা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা;
- দরিদ্র, ঝুঁকিগ্রস্থ ও ভুক্তভোগীদের আইনি সেবা প্রদান করা (আইনি সেবা সম্প্রসারনের জন্য সারা দেশে প্রতিটি জেলায় প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে);
- জেলখানা, সেইফহোম, কিশোর অপরাধ শোধনাগার, শিশু যত্ন-কেন্দ্র, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিসহ কর্পোরেট অফিস ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিকার চেয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ ও নির্দেশনাসহ প্রতিবেদন দাখিল করা;
- জনগণকে সচেতন ও আলোকিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক সভা, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন করা:
- সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সংস্থা, দাতাগোষ্ঠী, মানবাধিকার কর্মী, এনজিও-সহ অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা এবং সরকারের সাথে তাদের সেতুবন্ধ তৈরীতে ভূমিকা রাখা;
- কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পুলিশ, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণ করা;
- ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর)-এ অংশ গ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে সরকারের নিকট বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণ করা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উত্থাপিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া যাতে সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিস্থিতির সাথে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে;
- মানবাধিকার বিষয়ে প্রকাশনা ও প্রচারনা (ডকুমেন্টারি, নিউজলেটার, বিশেষ প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রেস রিলিজ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি)
- মানবাধিকার ইস্যুতে আইন, নীতিমালা ইত্যাদির পর্যালোচনা, সংস্কার, নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন এবং সে-উপলক্ষ্যে পরামর্শ সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন এবং সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ (কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যেই বৈষম্য বিলোপ আইনের খসড়া তৈরী করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে)

অধ্যায়: ২

২০১৮ সনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি

বাংলাদেশ জেন্ডার-অসমতা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। জেন্ডার-সমতা অর্জনে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সকলের ওপরে অবস্থান করছে। বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে তার পূর্বের অবস্থান ধরে রেখেই দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সর্বোচ্চ কার্য-সম্পাদনকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক জেন্ডার-অসমতা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টিপূর্বক নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বৈশ্বিক সাব-ইনডেক্সে এবছর প্রথম পাঁচ এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে; যদিও শ্রমবাজারে অংশগ্রহণে জেন্ডার-অসমতা এখনও বিশাল আকারেই রয়ে গেছে।[১] বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন ইনডেক্সে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসাবে বাংলাদেশ ৩৪ তম স্থান লাভ করেছে যা ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মত দক্ষিণ এশীয় প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলেই ঘটেছে।[২] এগুলোই বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে অগ্রগতি এবং এগুলোর মাধ্যমে বোঝা যায় যে নাগরিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জনে অনুকূল ও স্থায়ী অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যদিও রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনেকটা সীমিতই রয়ে গেছে। এ অধ্যায় বাংলাদেশের ২০১৮ সনের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরছেঃ

২.১ রোহিঙ্গা সংকট

২০১৭ সনের আগস্ট মাসে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সর্বশেষ বিশাল অনুপ্রবেশের পর থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজারে অস্থায়ী ক্যাম্পগুলোতে এখন প্রায় সাত লক্ষেরও বেশী রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থী অবস্থান করছে। বাংলাদেশ সরকার সমস্যাটিকে বরাবরই উদারভাবে গ্রহণ করেছে। আশ্রয়-প্রার্থীদের খাদ্য, আশ্রয় এবং দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা ইস্যুতে মানবিক ও দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন নীতি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের জন্য দুটো আন্তর্জাতিক পুরষ্কার লাভ করেছেন-একটি হচ্ছে, "দি আইপিএস ইন্টারন্যাশনাল এ্যাচিভমেন্ট এ্যাওয়ার্ড" এবং অন্যটি হচ্ছে "২০১৮ স্পেশাল ডিস্টিংকশন এ্যাওয়ার্ড ফর লিডারশীপ"।

[১] গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৮

[২] ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স রিপোর্ট ২০১৮, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম

রোহিঙ্গা জনগণ ব্যাপক হারে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ার কারণে স্থানীয় জনগণের ওপর এবং ভৌত-কাঠামো, পরিসেবা ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিপুল চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্থানীয় জনগণের অধিকার সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের অধিকারসমূহ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং রোহিঙ্গা আশ্রয়-প্রার্থীদের দ্বারা সৃষ্ট চরম অবস্থার প্রেক্ষিতে তা ক্রমান্বয়েই অবনতিশীল হওয়ায় হুমকির মধ্যে বিরাজ করছে। ২০১৮ সনে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারি লোকদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের মাত্রা এতটাই বেড়ে যায় যে সমগ্র এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর হুমকির সৃষ্টি হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকারকে যতশীঘ্র সম্ভব রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে শক্ত কুটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানায়।

২.২ নিখোঁজ

মিডিয়ার খবর অনুযায়ী ২০১৮ সালেও কতিপয় মানুষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। এবিষয়ে সজল চৌধুরী নামের একজনকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। জনাব সজল চট্টগ্রামে জাহাজ ভাঙ্গার একটি উদ্যোগসহ অসংখ্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিক। তাঁকে ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে ২০১৮ সনের ১১ মার্চ তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এর এক সপ্তাহ পরেই তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। তিনি মিডিয়ার নিকট প্রকাশ করেন, "গত রাত ১০.০০ টার দিকে আমাকে একটি গাড়িতে তোলা হয়; তারা আমাকে ফজরের নামাজের ১০ মিনিট পূর্বে (সকাল ৬.০০ টা) কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় একটি মসজিদের নিকট নামিয়ে দিয়ে যায়।"[৩]

পারভেজ হোসেন সরকার, কুমিল্লা জেলার একজন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা, ঢাকার লালমাটিয়ায় তার বাড়ির সামনে থেকে অপহৃত হয়েছেন মর্মে অভিযোগ রয়েছে। তাকে একই শহরের পূর্বাচল এলাকায় পাওয়া গেছে। কতিপয় অজানা লোক টেনে হিঁচড়ে তাকে একটি গাড়িতে তুলে নেয় যখন সে স্থানীয় একটি মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করে ঘরে ফিরছিল। তিনি জানেন না কে বা কারা তাকে অপহরণ করেছিল বা গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিল।[৪]

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ ঘটনাসমূহের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং আশা ব্যক্ত করে যে এধরণের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা শীঘ্রই শূণ্যের কোঠায় নেমে আসবে।

২.৩ বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ড

এ বছর দেশের জনগণ মাদক-বিরোধী অভিযান প্রত্যক্ষ করেছে যাতে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত সন্দেহে অভিযুক্ত করে ৩০০ এর বেশী মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ২০১৮ সনের মে মাসে সরকার মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। পুলিশ, র‍্যাব এবং অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা অনেক লোককে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। মাদক-বিরোধী অভিযানকালে বন্দুক-যুদ্ধের ফলে অভিযুক্ত মাদক-চোরাকারবারিদের মৃত্যুর ঘটনা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের জখম হওয়া সারা দেশব্যাপী তীব্র উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি করে। ২০১৮ এর ১ জুন মিডিয়া প্রকাশ করে যে, একরামুল হক, কাউন্সিলর, টেকনাফ মিউনিসিপ্যালিটি ২৬ মে, ২০১৮ গুলিতে নিহত হয়। তার পরিবার দাবী করে যে নিরাপত্তা রক্ষীরা তাকে ঠান্ডামাথায় খুন করে।[৫] জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান তার পরিবারের সাথে দেখা করেন এবং হত্যাকান্ডের যথাযথ তদন্ত দাবী করেন। কমিশন থেকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। নির্দেশনাসমূহ মাদক-বিরোধী অভিযানকালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের অনুসরণ করতে হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস

---

৩ Abducted businessman returns after a week, Dhaka Tribune, 18 March 2018, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2018/03/18/abducted-businessman-returns-after-a-week

৪ AL leader picked up, found later, Daily Star, 28 July 2018, https://www.thedailystar.net/frontpage/al-leader-abducted-1612306

৫ Ward councillor Ekramul killed in Cox's Bazar 'gunfight', New Age, 27 May 2018, http://www.newagebd.net/article/42201/ward-councillor-ekramul-killed-in-coxs-bazar-gunfight

করে যে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ড একপ্রকার নিকৃষ্ট ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন। যদিও মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষায় বর্তমান সরকারের প্রশংসনীয় অর্জন রয়েছে, আইন-শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর কতিপয় সদস্যের দ্বারা বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ড সংঘটনের কথিত অভিযোগ সরকারের জন্য ইমেজ-সংকটের সৃষ্টি করছে।

২.৪ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

চিন্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবেই নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রতি সম্মান জানানো বাধ্যতামূলক। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়া তৈরীতে এবছর সরকার সাংবাদিক ও সম্পাদকদের সাথে যে আলোচনায় বসেছে এবং তাদের মতামত গ্রহণ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার প্রশংসা করছে। তবে সেটি যাই হোক, নতুন প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ওপর জনগণের উদ্বেগ কিন্তু রয়েই গেছে। ২০১৮ এর ৪ ও ৫ আগষ্ট সাংবাদিকদের ওপর আক্রমনের ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে যখন তারা নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে প্রতিবাদরত ছাত্রদের সংবাদ সংগ্রহ করছিল।[৬] মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কিছু সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছিল যখন তারা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিল। শহীদুল আলম নামে একজন চিত্র-সাংবাদিককে বন্দী ও নির্যাতন করা এবছর ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছে এবং এ ঘটনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মহল থেকে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছে।

কমিশন বিশ্বাস করে যে সকলেরই মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্মান করা উচিৎ এবং অধিকার-সংগঠনগুলোর মত মিডিয়াকেও নিয়ম মেনে চলা উচিৎ যাতে গঠনমূলকভাবে সংবাদ পরিবেশিত হয় এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে বাড়াবাড়ি বা স্বাধীনতার অপব্যবহার না করা হয়- রাষ্ট্রের স্বার্থেই সংশ্লিষ্ট সকলকে তা দেখা উচিৎ।

২.৫ নারী ও মেয়েদের অধিকার

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর অনবদ্য অবদানের জন্য গ্লোবাল উইমেন লিডারশীপ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তবুও নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বরাবরের ন্যায় রয়েই গেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে ২০১৮ সনে মহিলা ও কন্যাশিশুদের প্রতি ধর্ষণের ঘটনা পূর্বের বছরের ন্যায় ব্যাপকভাবেই ঘটেছে। এখনও পর্যন্ত সারা দেশব্যাপী ধর্ষণের ঘটনা ভয়ংকরভাবে বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। মিডিয়া ও টিভি চ্যানেলগুলো এ বিষয়ের ওপর বছরের পর বছর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাৎসরিক পরিসংখ্যাণে ধর্ষণ-সংক্রান্ত চালচিত্র দুশ্চিন্তাজনকই রয়ে যাচ্ছে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এবছর সরকার স্মার্ট-ফোন এ্যাপস্ "জয়া" স্থাপনের যে প্রচেষ্টা নিয়েছে কমিশন তার প্রশংসা করছে। কমিশন সরকারের খরচবিহীন হেল্পলাইন ৯৯৯ ও ১০৯ স্থাপনের প্রচেষ্টাকেও ধন্যবাদ জানায়। কমিশন বিশ্বাস করে যে নারীর বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল প্রকার সহিংসতা অতি দ্রুত বন্ধ করার জন্য সকল অত্যাচারী ও নির্যাতনকারীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।

২.৬ শিশুর অধিকার

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মূল্যায়ন করছে যে সরকার শিশুদের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যই বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ প্রণয়ন করেছে। কিন্তু তা যাই হোক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে ২০১৮ সনে শিশু-ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। কমিশনের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অনুসারে ২০১৮ সালে ১৬৯ শিশু ধর্ষণের

[৬] Journos attacked while on duty, Daily Star, 06 August 2018, https://www.thedailystar.net/city/5-photojournalists-hurt-in-bcl-men-attack-science-lab-dhaka-student-protest-for-safe-roads-1616251

শিকার হয়েছে। কমিশন বিশ্বাস করে যে শিশু-নির্যাতন ও শিশুর প্রতি সংঘটিত অপরাধ অতি দ্রুত বন্ধ করার জন্য দ্রুতবিচার সম্পন্ন করা ও সকল অপরাধীকে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।

২.৭ নির্বাচনকালীন সহিংসতা

২০১৮ সনের ডিসেম্বর মাসে সারাদেশব্যাপী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের অংশ গ্রহণ করাকে কমিশন প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে। কমিশন বিশ্বাস করে যে এ নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশন কে পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণ করে। কমিশন লক্ষ্য করেছে যে সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এবছরের নির্বাচনে কিছু সহিংসতা সংঘটনের ঘটনা উদ্বেগজনক ছিল। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ দেশের ২৪ জেলায় আওয়ামী লীগ ও প্রতিপক্ষ বিএনপির সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৮ জন নিহত এবং ২০০ জনেরও বেশী লোক জখম ও আহত হয়েছিল। মৃতদের মধ্যে ৮ জন ছিল আওয়ামী লীগ ও তাদের জোটের সমর্থক, ৪ জন ছিল বিএনপির বা তাদের শরীক জোটের এবং ১ জন করে ছিল জাতীয় পার্টি ও লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির। এছাড়া একজন আনসার সদস্য ও ৩ জন সাধারণ নাগরিকও সহিংসতার শিকার হয়ে প্রাণ হারান।[৭] মিডিয়ায় প্রচার হয় যে নোয়াখালীর সুবর্ণচরে একজন ৪ সন্তানের মা দলবদ্ধ-ধর্ষণের শিকার হন তার নিজের পছন্দমত ভোট দেওয়ার কারণে। এবিষয়ে কমিশনের তদন্ত দল ঘটনার সত্যতা খুঁজে পেয়েছে যে ঐ নারী ধর্ষণের স্বীকার হয়েছে এবং ঐ ঘটনায় মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশন থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র লেখা হয়েছে। নির্বাচনের দিন ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের বাড়িঘরে আক্রমণ ও লুটপাট চালানো হয়েছে মর্মে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। কমিশন জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর বরাবরে পত্র পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে এবং গৃহিত পদক্ষেপ সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করতেও বলা হয়েছে। কমিশনের অভিমত এই যে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বেই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সকলের সম-সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

২.৮ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার

প্রতিবন্ধী, হিজড়া, দলিত এবং অন্যান্য সম্প্রদায়সহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য সরকার যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে কমিশন তার মূল্যায়ন করছে। সরকার কর্তৃক হিজড়া জনগোষ্ঠীকে ভোটাধিকার প্রদানের যে অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছে কমিশন তারও প্রশংসা করছে।[৮] সরকারের কতিপয় ইতিবাচক পদক্ষেপের বিবরণ দেওয়া যেতেই পারে- সিলেট মেট্রোপলিটান পুলিশ ২৪ জন রূপান্তরিত লিঙ্গের ব্যক্তিকে ৮টি ফুড-ভ্যান উপহারস্বরূপ দিয়েছে এবং এটি করেছে প্রায়শ: অবহেলিত ও নির্যাতিত হিজড়া সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করার আন্দোলনের অংশ হিসাবেই।[৯] নির্বাচন কমিশন ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে দেশের নাগরিক হিসেবে হিজড়া জনগোষ্ঠীর অধিকারের স্বীকৃতি স্বরূপ ভোটার তালিকায় লিঙ্গ পরিচয়ের স্থানে (নারী ও পুরুষ- এর সাথে) "হিজড়া" হিসেবে কথাটি যুক্ত করেছে।[১০]

---

৭ 18 Dead, 200 hurt; The Daily Star, 31 December 2018, https://www.thedailystar.net/bangladesh-national-election-2018/18-dead-200-hurt-in-bangladesh-election-day-violence-2018-1681006

৮ Sylhet police hands over 8 food vans to 24 transgenders, Dhaka Tribune, 20 November 2018, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2018/11/20/sylhet-police-hands-over-8-food-vans-to-24-transgenders

৯ EC adding 'Hijra' as a gender identity in voters' list, Dhaka Tribune, 13 January 2018, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/01/13/ec-adding-hijra-gender-identity-voters-list

১০ 'Policy being formulated to ensure govt jobs for special people', Dhaka Tribune, 03 december 2018, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/government-affairs/2018/12/03/policy-being-formulated-to-ensure-govt-jobs-for-special-people

অধ্যায়: ৩

অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা

৩.১ অভিযোগের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরণ	নিষ্পত্তি	চলমান	মোট
১.	নারীর প্রতি সহিংসতা (হত্যা, ধর্ষণ, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, যৌন হয়রানি, পারিবারিক সহিংতা)	৭১	১০	৮১
২.	শিশুর প্রতি সহিংসতা (শিশু হত্যা, শিশু ধর্ষণ, শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, গৃহকর্মী নির্যাতন, শারীরিকনির্যাতন স্কুল/কলেজে শাস্তি)	২৩	১৭	৪০
৩.	পারিবারিক বিষয়: (দাম্পত্যকলহ, তালাক, ভরণপোষণ, ইত্যাদি)-	৪০	২	৪২
৪..	মানব পাচার-	১	১	২
৫.	নিখোঁজ/গুম-	৫	২০	২৫
৬.	হেফাজতে মৃত্যু-	০	৭	৭
৭.	হেফাজতে নির্যাতন-	১	৪	৫
৮.	বিচার বহির্ভূর্ত হত্যা-	৪	৯	১৩
৯.	অপহরণ-	১	১	২
১০.	মানবাধিকার কর্মী/সাংবাদিক নির্যাতন-	১	১	২
১১.	সংখ্যালঘু নির্যাতন-	৭	২	৯
১২.	স্বধীনভাবে চলাচলে বাধা/ মত প্রকাশে বাধা-	৫	১	৬
১৩.	পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ-	৩৪	১২	৪৬
১৪.	মিথ্যা মামলার অভিযোগ-	৩৭	১	৩৮
১৫.	নিরাপত্তা ও হুমকি-	২৬	৩	২৯
১৬.	আর্থিক লেনদেন	১০	০	১০
১৭.	চাকরি/ বেতন-ভাতা/ইউনিয়ন/কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ-	৪৮	১০	৫৮
১৮.	শ্রমিক নির্যাতন -	৩	০	৩
১৯.	জমিজমা/সম্পত্তি দখল-	৫৭	৫	৬২
২০.	হাসপাতাল/চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত-	৫	১	৬
২১.	বিভিন্ন ভাতা সম্পর্কিত (সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনি) -	৪	২	৬
২২.	আত্যহত্যা-	২	০	২
২৩.	প্রবীণ ব্যক্তির উপর সহিংসতা-	১	০	১
২৪.	প্রবাসী শ্রমিক-	৩	৬	৯
২৫.	আইনগত সহায়তা-	২৮	৪	৩২
২৬.	দুর্নীতি-	২১	১	২২
২৭.	ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সংঘাত-	১৭	১	১৮
২৮.	প্রতিবন্ধির ব্যক্তির অধিকার-	২	১	৩
২৯.	সম্পত্তির উত্তরাধিকার-	২১	২	২৩
৩০.	বৈষম্য-	০	৩	৩
৩১.	পরিবেশ সংক্রান্ত-	৪	০	৪
৩২.	অন্যান্য	১০৭	১২	১১৯
	মোট=	৫৮৯	১৩৯	৭২৮

৩.২ কিছু উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ

মিসেস সাহানার প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রাপ্তি নিশ্চিত হল (অভিযোগ নং-২৬৭/৭১)

স্কুল শিক্ষিকা মিসেস সাহানা (ছদ্মনাম) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন যে তার স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে বিগত তিন বছর যাবৎ প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রাপ্তির তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করছেন না যদিও এমপিও-ভূক্তিতে তার নাম অন্তর্ভূক্ত আছে। তিনি তার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বরাবরে অভিযোগ জানিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সমস্যাটি নিরসনে কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেননি।

অত:পর অভিযোগের সূত্র ধরে কমিশন থেকে উক্ত প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি জানান যে তারা বিষয়টি সুরাহা করেছেন এবং মিসেস সাহানার নাম প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রাপ্তির তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মিসেস সাহানা তার সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেন এবং কমিশনকে ধন্যবাদ জানান।

পিতা তার কণ্যার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেল (অভিযোগ নং-২৩৪/১৭)

মি: হাসান (ছদ্মনাম) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান যে বিগত ১২/০৪/২০১৫ তারিখে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে তিনি তার স্ত্রীর নিকট থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হন। বিবাহ-বিচ্ছেদের শর্তানুযায়ী মাসিক ২০০০/- টাকা ভরনপোষণ খরচ প্রদান পূর্বক কণ্যার সাথে তার দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ রাখা হয়। উক্ত শর্ত মোতাবেক জনাব হাসান ৪ মাসের ভরনপোষণ খরচবাবদ মোট ৮০০০/- টাকা এবং একটি মোবাইল ফোনসেট তিনি তার কণ্যাকে প্রদান করেন। কিন্তু তার প্রাক্তন স্ত্রী তাকে তার কণ্যার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দিচ্ছেন না মর্মে অভিযোগে উল্লেখ করেন। তিনি যাতে তার কণ্যার সাথে দেখা করতে পারেন তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনকে অনুরোধ জানান। এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন হতে উভয় পক্ষের নিকট নোটিশ পাঠানো হয় কমিশনে হাজির হওয়ার জন্য। তদনুযায়ী তারা নির্দিষ্ট তারিখে কমিশনে হাজির হন এবং উভয় পক্ষই মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মিঃ হাসান তার প্রাক্তন স্ত্রীর নিকট থেকে একটি ব্যাংক হিসাব নম্বর গ্রহণ করেন যার মাধ্যমে মেয়ের ভরনপোষণ খরচবাবদ টাকা পরিশোধ করা হবে এবং মেয়ের সাথে যোগাযোগের দুটি ফোন নম্বরও গ্রহণ করেন। এভাবেই বিষয়টি মিমাংসা হয়।

পুলিশের উপ-পরিদর্শককে শাস্তি দেওয়া হল (অভিযোগ নং-৫৮৩/১৪)

মিঃ এক্স জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন যে মীরপুর মডেল থানায় কর্মরত পুলিশের উপ-পরিদর্শক জনাব ইমরানুর হোসেন তার বাড়ী দখল করে নেওয়ার বিষয়ে হুমকি দিয়ে আসছিলেন। উক্ত উপ-পরিদর্শক এ মর্মে হুমকি দিচ্ছিলেন যে তিনি মিঃ এক্স এবং এর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিবেন এবং তাকে ক্রস-ফায়ারে দিয়ে মেরে ফেলবেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিষয়টি শক্তভাবে গ্রহণ করে এবং এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাথে সাথে সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করে। অত:পর মন্ত্রণালয় থেকে কমিশনে প্রতিবেদন পাঠানো হয় যে উক্ত উপ-পরিদর্শকের বিরুদ্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় মামলা রুজু করেছে, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে এবং তাকে শাস্তি প্রদান করে তার পদোন্নতি তিন বছরের জন্য স্থগিদ রাখা হয়েছে।

পুত্র পিতার পেনশনের উত্তরাধিকারী হল (অভিযোগ নং-১৩৬/১৬)

মিঃ খবির (ছদ্মনাম) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন যে যদিও তার পিতা যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েছেন এবং প্রচুর দৌড়ঝাঁপ বা একপ্রকার যুদ্ধ করেছেন পেনশন প্রাপ্তির জন্য তবু তাকে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম তার প্রাপ্য পেনশন প্রদান করে নাই। পেনশন প্রাপ্তির পূর্বেই ইতোমধ্যে ২০১০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ক্যাশিয়ার হিসাবে উক্ত অফিসে কাজ করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর জনাব খবির তার পিতার বিলম্বিত পেনশন প্রাপ্তির জন্য সংগ্রাম শুরু করেন।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন থেকে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম কমিশনকে প্রতিবেদন পাঠিয়ে জানান যে তারা বিষয়টি সুরাহা করেছেন এবং মিঃ খবিরের পিতার পেনশন ও অন্যান্য প্রাপ্য ভাতাদি পরিশোধ করেছেন। মিসেস সাহানা তার সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেন এবং কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। মিঃ খবির কমিশনে পত্র লিখে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং উল্লেখ করেন যে কমিশনের হস্তক্ষেপের কারণেই তিনি এত দীর্ঘদিন পর হলেও পিতার পেনশন পেতে সাফল্য লাভ করেছেন।

ছাত্রকে নির্যাতনের জন্য শিক্ষক বরখাস্ত হলেন (অভিযোগ নং-১০২/১৮)

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসে ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে যে ওবায়দুল নামক একজন মাদ্রাসা-শিক্ষক নারয়নগঞ্জে ৫ বছর বয়সী প্রথম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক ছাত্রকে প্রহার করেছে। এ ঘটনা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশন জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জকে পত্র প্রেরণ করে। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করে জানান যে ঘটনাটি প্রমানিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করা হল (অভিযোগ নং-২৮৯/১৪)

মোঃ আব্দুর রহিম (ছদ্মনাম) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন যে আল-পূর্বাশা এবং এর সহযোগী কোম্পানী আল-রাব্বী ৬০ জন বাংলাদেশীকে সেইমটেক্স টেক্সটাইল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট-এ কাজ করার জন্য সুদানে প্রেরণ করে। কিন্তু তাদেরকে সন্তোষজনক বেতন-ভাতাদি প্রদান করা হয়নি। তারা সেইমটেক্স টেক্সটাইল-এর ম্যানেজার বরাবর বিষয়টি লিখিতভাবে জানায়। ম্যানেজার আশ্বাস প্রদান করেন যে তিনি বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবেন এবং ১০ দিনের মধ্যে এর সুরাহা করবেন। কিন্তু ইতোমধ্যে ঘটনা অন্য দিকে মোড় নেয়; উক্ত প্রতিষ্ঠানের বেশকিছুসংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী বাংলাদেশী ঐ কর্মীদের আবাসস্থলে আক্রমন চালায়, এমনকি তাদের ওপর গুলি চালানো হয় এবং অনেকেই গুরুতরভাবে আহত হয়। আহত কর্মীরা বিষয়টি ঐ কোম্পানী-কর্তৃপক্ষকে এবং নিকটস্থ পুলিশ কেন্দ্রে জানায়। কিন্তু এতেও কোন সুফল মেলে না; পক্ষান্তরে তারা পুনরায় তাদের বাসার সামনেই আক্রমনের শিকার হয়। বাংলাদেশী কর্মীরা বিষয়টি পুনরায় পুলিশকে অবহিত করে কিন্তু পুলিশ সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে। ঐ পরিস্থিতিতে তারা পুনরায় ম্যানেজারের নিকট গিয়ে জানায় যে তারা সেখানে নিরাপদ বোধ করছে না এবং যতটা শীঘ্র সম্ভব তারা বাংলাদেশে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু ম্যানেজার তাদের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে উল্টো তাদের পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহও বন্ধ করে দেয়। সে পরিস্থিতিতে ঐ ৬০ জন বাংলাদেশী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অভিযোগ পেয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে এবিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরনের জন্য অনুরোধ জানায়। মন্ত্রণালয় থেকে তদন্ত করার পর প্রতিবেদনে কমিশনকে জানানো হয় যে অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্থ কর্মীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানেও কোম্পানীকে বাধ্য করা হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মাদক বিরোধী অভিযান সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নির্দেশনা (গাইডলাইন) পাঠালো

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বরাবরে একটি আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করে মাদক চোরাচালানি হিসাবে অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজনদের প্রতি মানবাধিকার নিশ্চিত করার আহবান জানান। কমিশন-প্রধান মাদক কারবারিদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্যও মাননীয় মন্ত্রীকে আহ্বান জানান। অবশ্য ডি.ও. পত্রে তিনি সন্দেহভাজন মাদক কারবারিদের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবরে মাদক বিরোধী অভিযান সম্পর্কে একটি গাইডলাইন প্রেরণ করে যা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের মাদক বিরোধী অভিযান চলাকালে মেনে চলতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদানের জন্যও মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সাংবাদিকদের ওপর আক্রমনের বিষয়ে উদ্বেগ জানালো

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক ৪-৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখ নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে প্রতিবাদরত ছাত্রদের খবর সংগ্রহকালে সাংবাদিকদের ওপর আক্রমনের নিন্দা জানান। তিনি বলেন, "নিরাপদ সড়কের দাবীতে ছাত্রদের আন্দোলন অত্যন্ত যৌক্তিক এবং আন্দোলন সুশৃঙ্খলভাবেই চলছিল। ছাত্ররা সরকারের উর্দ্ধতন মহল থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ অনুসরণ করায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছিল এবং তারা তাদের শ্রেণীকক্ষেও ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরেও কে বা কারা শিশুদের এবং সাংবাদিকদের আক্রমন করল সেটাই খুঁজে বের করতে হবে। দুস্কর্মকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।" তিনি আরও বলেন, "সাংবাদিকরা মানবাধিকার কর্মী; তাদের ওপর আক্রমন অনাকাঙ্খিত। কেউই আইনের উর্দ্ধে নয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে অপরাধী যেই হোক তাকে দ্রুত এবং কঠোর শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবেই।"

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমনের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানালো

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমনের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যত এবং তাদের আন্দোলন-সংগ্রামকে অবমূল্যায়ন করা যায় না।" তিনি আরও ব্যক্ত করেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনে হামলার সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তিনি ছাত্রদের এবং সরকারি পক্ষকে চাকুরির কোটা সংস্কার বিষয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছতে সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানান।

৩.৩ কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিত অভিযোগ গ্রহণ

কারাগারে নির্যাতনের ফলে মৃত্যুর অভিযোগ (সুয়োমটো ১২/১৮)

মিডিয়ায় প্রচারিত হয় যে ছাত্রদল নেতা জাকির কারাগারের অভ্যন্তরে মৃত্যুবরণ করেছে। তাকে সরকারি কাজে ঝামেলা সৃষ্টি এবং পুলিশ হত্যাচেষ্টা ইত্যাদি অভিযোগে বন্দী করা হয়। কোর্টে শুনানীর পর তাকে রিমান্ডে পাঠানো হয়। রিমান্ডে তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু হাসপাতালে সে মারা যায়। তার পরিবার দাবী করে যে রিমান্ডে সাংঘাতিক অত্যাচার করার কারণেই কারাগারেই সে মারা যায়। কমিশন শক্তভাবে বিষয়টি আমলে নেয় এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করে এবং এবিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করে যার অনুলিপি আইজি, পুলিশকেও প্রেরণ করা হয়।

গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগ (সুয়োমটো ৬১/১৮)

আইন ও সালিশ কেন্দ্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে অবহিত করে যে ৭মে ২০১৮ তারিখের প্রথম আলো পত্রিকায় গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে আসলাম (৪৫) ৬ মে ২০১৮ তারিখ পুলিশের হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেছে। হাসপাতালসূত্রে জানা গেছে যে আসলামের মৃতদেহে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। তার হাটুর নীচের অংশে এবং একটি হাতের কব্জিতে আঘাত-চিহ্ন ও জমাটবাঁধা রক্ত দেখা গেছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একাধিক ডাক্তার জানান যে গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক মাহাবুব হোসেন, যিনি আসলামকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন, মৃত্যুর ঘটনাটিকে একটি সাধারণ মৃত্যু হিসাবে নিবন্ধিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন কারণ হাসপাতালের কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেন যে মৃতদেহের গায়ে আঘাতের চিহ্ন আছে। কমিশন সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবরে এবিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করে যার অনুলিপি আইজি, পুলিশকেও প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে কমিশনে প্রতিবেদন পাঠানো হয় যাতে বলা হয় যে মৃত্যুর সনদ অনুযায়ী আসলাম

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। কমিশন এ প্রতিবেদনে সন্তুষ্ট হতে পারেনি এবং মন্ত্রণালয়কে এ মৃত্যুর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণের অনুরোধ জানায়।

বিএসএফ কর্তৃক স্কুলছাত্র গুলিবিদ্ধ: দৃষ্টিশক্তি হারানোর সম্ভাবনা (সুয়োমটো ২৭/১৮)

"বিএসএফ কর্তৃক স্কুলছাত্র গুলিবিদ্ধ: দৃষ্টিশক্তি হারানোর সম্ভাবনা" এ শিরোনামে দৈনিক পত্রিকা নিউ এজ ০৭ মে ২০১৮ তারিখ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় যে স্কুলছাত্র মুহাম্মদ রাসেল মিয়া এবং তার পিতা হানিফউদ্দিন উত্তর কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি এলাকায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন বানিদাও নদীর তীরে ৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ তাদের গরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছিল এবং ঘাস কাটছিল। এমন সময় তারা লক্ষ্য করল যে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী বাংলাদেশ ভূখন্ডে ঢুকে পড়ে লুকিয়ে হামলা চালাতে উদ্যত হয়েছে। হঠাৎ, রাসেলের ডান চোখে এবং মুখে গুলিবিদ্ধ হয়, সাথে সাথেই চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কমিশন বিষয়টি আমলে নেয় এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করে এবং এবিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম বরাবরে পত্র প্রেরণ করে। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করে জানান যে তাদের অনুসন্ধানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। অত:পর কমিশন এবিষয়ে একটি শুনানীর আয়োজন করে যেখানে রাসেলের ভাই ও বাবা হাজির হন। কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রাসেলের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করার অনুরোধ জানান।

মাদ্রাসা শিক্ষকের ওপর আক্রমন (সুয়োমটো ২৮/১৮)

দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকা ১৬ মে ২০১৮ তারিখ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যে মাওলানা আবু হানিফ নামের একজন বয়স্ক মাদ্রাসা শিক্ষক আক্রমনের শিকার হয়েছেন এবং ঘটনার পর থেকেই অপরাধীচক্র তাকে তার জীবন নাশের হুমকি দিচ্ছে। এ ঘটনাটি একটি মোবাইল ফোনে রেকর্ড করা হয়েছে এবং ইন্টারনেটে আপলোড হয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসে এটি ভাইরাল হয়েছে বা দ্রুত গতিতে প্রচারিত হয়েছে। ঘটনাটি ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া ইসলামিয়া দারসুন্নাত দাখিল মাদ্রাসায় কমিটি গঠন করাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। সেখানে আবু হানিফা শিক্ষক ও সুপারিন্টেন্ড হিসাবে কাজ করেন। আবু হানিফা এ ঘটনার প্রেক্ষিতে থানায় মামলা করেন। এরপর আক্রমনকারী চক্র তাকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য বলে অন্যথায় তাকে মেরে ফেলা হবে মর্মে হুমকি দেওয়া হয়। কমিশন বিষয়টি আমলে নেয় এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করে এবং এবিষয়ে ১১-০৬-২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি বরাবরে পত্র প্রেরণ করে। জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করে জানান যে এ ঘটনাটি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। আক্রমনকারীদের গ্রপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু এখন তারা জামিনে আছে। বিচার চলমান রয়েছে।

একজন নারী সংবাদ উপস্থাপিকাকে নির্যাতন (সুয়োমটো ১৮/১৮)

মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় যে একজন নারী সংবাদ উপস্থাপিকাকে বরখাস্ত হওয়া ডিআইজি মিজানুর রহমান (যিনি ক্ষমতার অপব্যবহার ও নারীর প্রতি সহিংসতার কারণে চাকুরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন) অসমীচীন প্রস্তাব করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য হুমকি দিচ্ছিলেন। অন্যথায় তার সমস্ত পরিবার পরিজনকে হত্যা করা হবে মর্মেও হুমকি দিচ্ছিলেন। তিনি নিকটস্থ পুলিশ কেন্দ্রে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করার চেষ্টা করেন কিন্তু পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করলেন না। বরখাস্ত হওয়া ডিআইজি উক্ত সংবাদ উপস্থাপিকাকে আরও হুমকি প্রদান করেন যে তিনি ইন্টারনেটে তার বিকৃত ছবি ছড়িয়ে দিয়ে তাকে আরও নাজেহাল করবেন। এ সংবাদ প্রতিবেদনটি কমিশনের নজর কাড়ে এবং কমিশন বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করে এবং এবিষয়ে সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করে যার অনুলিপি আইজি, পুলিশকেও প্রেরণ করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করে জানানো হয় যে সংবাদ উপস্থাপিকা রমনা থানায় মামলা দায়ের করেছে। তার ছবি ফেসবুকে অবৈধভাবে প্রচার করার অভিযোগ পুলিশের সাইবার অপরাধ তদন্ত ইউনিটের অনুসন্ধানাধীন আছে। কমিশনকে পরবর্তী অগ্রগতি জানানোর জন্য কমিশন থেকে পুলিশের সাইবার অপরাধ তদন্ত ইউনিটে পত্র লেখা হয়েছে।

জন্মদিন উদ্‌যাপনের কারণে শিক্ষক ছাত্রকে প্রহার করল (সুয়োমটো ৪৩/১৮)

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসে ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানায় যে ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের এক শিক্ষক যিনি ঐ কলেজের হোস্টেলের ইন-চার্জ হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি লোহার রড দিয়ে এক ছাত্রকে প্রহার করেছেন এবং অকথ্য ভাষায় তাকে ও তার বন্ধুদের গালিগালাজ করেছেন যেহেতু তারা ঐ হোস্টেল-প্রাঙ্গনেই বন্ধুর জন্মদিন উদ্‌যাপন করছিল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে এবিষয়ে একটি অভিযোগ গ্রহণ করে এবং ঘটনার যথাযথ তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে অনুরোধ জানায়।

মণিকা বড়ুয়া নিখোঁজ (সুয়োমটো ২৬/১৮)

দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা ০৪ মে ২০১৮ তারিখ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যে মণিকা বড়ুয়া, চট্টগ্রামের লিটল জুয়েল স্কুলের একজন শিক্ষিকা ১২ এপ্রিল ২০১৮ থেকে নিখোঁজ রয়েছেন। তার স্বামী পরের দিনই খুলশি থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন। কিন্তু এখনও মিস মণিকা নিখোঁজ রয়েছেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে এবিষয়ে একটি অভিযোগ গ্রহণ করে এবং মিস মণিকাকে খুঁজে বের করার জোর প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য এবং গৃহিত পদক্ষেপ সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করার জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামকে অনুরোধ জানায়। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করে জানান যে অনুসন্ধান কার্য চলমান রয়েছে।

ইভটিজিং-এর অভিযোগে অভিযুক্ত হল একজন পুলিশ (সুয়োমটো ১৫/১৮)

মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় যে সাইফুল নামে একজন ট্রাফিক পুলিশ তানিয়া আলম নামে একজন মহিলাকে উত্যক্ত করেছে যিনি কি না পেশায় একজন প্রকৌশলী। তানিয়া আলম ২৬ মার্চ ২০১৮ তারিখ তার বাচ্চাদেরকে ধানমন্ডি ১১তে সানিডেল স্কুলে পৌঁছে দিতে তার স্কুটি চালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে একজন ট্রাফিক পুলিশ তার সম্পর্কে তার বাচ্চাদের সামনেই আক্রমনাত্মক ও আপত্তিকর মন্তব্য করতে লাগল। সে অন্যান্য গাড়ি-চালকদেরও উৎসাহিত করল তার স্কুটারটিতে আঘাত করার জন্য। যখন তানিয়া আলম সাইফুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের জন্য পুলিশ-স্টেশনে গেলেন তখন কর্তব্যরত এএসআই আক্রাম হাসান অভিযোগ দায়ের না করার জন্য তাকে পরামর্শ দিলেন। কমিশন এবিষয় কঠোর মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করে এবং এবিষয়ে সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবরে নোটিশ প্রেরণ করে। কমিশন মন্ত্রণালয় হতে একটি প্রতিবেদন পেয়েছে যা পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

অধ্যায়: ৪

২০১৮ সনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

৪.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকারের সুরক্ষা ও উন্নয়নে নিবেদিত এবং একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ বিনির্মানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এবিষয়ে কমিশনের সদিচ্ছার নিদর্শণস্বরূপ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্য হতে দু'জন নারীকে এবং তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের মধ্য হতে দু'জনকে সম্প্রতি কমিশনের কর্মে নিয়োগ করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেন, "আমরা গর্বিত যে একজন দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আমাদের সাথে কাজ করছে সহকারী পরিচালক হিসেবে এবং এখন আমরা সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর মধ্য থেকে আরও তিন জনকে কমিশনে নিয়োগ দিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি যে ঝুঁকিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর অধিকার উন্নয়নে আমাদের পদক্ষেপগুলো সরকারি ও বেসরকারি অন্যান্য সংগঠনকেও উৎসাহিত করবে।"

কমিশনে নব-নিয়োগকৃতদের মধ্যে তানিসা ইয়াসমিন, চৈতি, একজন রূপান্তরিত নারী, যাকে কমিশনের ফ্রন্ট-ডেস্ক পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেছে। সে তার কাজের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই বিদেশী অতিথিসহ কমিশনে আগত বহু আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণে সফল হয়েছে এবং কমিশনের জন্য সুনাম ও প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। কমিশনে চাকুরি পেয়ে তার প্রতিক্রিয়ায় চৈতি বলেন, "জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অংশ হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে আমিই প্রথম ব্যক্তি যে এনএইচআরসিবির মত একটি নামীদামী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পেয়েছি। আমাকে চাকুরির এ সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।" নব নিয়োগপ্রাপ্ত আরেক কর্মী রওনক জাহান, উষা একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ঢাকার ইডেন মহিলা কলেজ থেকে সে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেছে। সে কল-সেন্টার পরিচালনায় কাজ করছে। সে তার প্রতিক্রিয়ায় জানায়, "আমি যে কি পরিমানে খুশী হয়েছি তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না। আমার স্বপ্ন ছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে কাজ করার; এখন সে স্বপ্ন সত্যি হয়েছে!"

মোসাম্মাত মিতা খাতুনও একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। সে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেছে। সেও কল-সেন্টার পরিচালনায় কাজ করছে। সে জানায়, "আমি একটি চাকুরি প্রাপ্তির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি কিন্তু কোথাও চাকুরি পাইনি। আমি খুব হতাশ ছিলাম কিন্তু কমিশনে চাকুরি পেয়ে এখন খুব সম্মানিত বোধ করছি। আমি বিশ্বাস করি যে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য কাজ করার একটি বড় সুযোগ আমি পেয়েছি এ চাকুরির মাধ্যমে। আমি কমিশনের প্রতি, বিশেষ করে মাননীয় চেয়ারম্যানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।"

৪.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হেল্পলাইন নম্বর ১৬১০৮ চালু করল

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবছর হেল্পলাইন নম্বর ১৬১০৮ চালু করল। সারা দেশ থেকেই জনগণ এখন কল সেন্টারের এ হেল্পলাইন নম্বর ব্যবহার করে অভিযোগ দায়ের করা বা যে কোন ধরনের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছে। অফিস চলাকালীন সময়ে হেল্পলাইনটি সচল থাকে এবং সপ্তাহান্তে ছুটির দিনে ফোনকল রেকর্ড করে রাখা হয় যা পরবর্তী কার্যদিবসে কল-সেন্টার কর্মীরা উত্তর দেন। জনগণের জন্য ফোন কল করে তথ্য অনুসন্ধান করা বা অভিযোগ দায়ের করা এখন অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে।

৪.৩ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আন্তঃপ্রজন্ম সংযোগ চালু করল

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিজ দপ্তরে একটি দিবা যত্ন কেন্দ্র চালু করেছে যেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণও এসে শিশুদের সাথে সময় কাটাবেন এবং তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন প্রজন্মকে আলোকিত করবেন। আর এভাবেই বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা হবে। প্রাথমিকভাবে ২০টি শিশুকে জায়গা দেওয়া যাবে এ কেন্দ্রে।

৪.৪ সেমিনার/কর্মশালা

মানবাধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি এর সহযোগিতায় অন্যান্য বছরের ন্যায় ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় মানবাধিকার দিবস উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষ্যে (মানবাধিকার দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে) একটি র‍্যালি, একটি সেমিনার ও শেষাংশে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি রমনা পার্কের পূর্বপাশ (অরুণোদয়) থেকে শুরু হয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের প্রবেশমুখের করিডোরে গিয়ে শেষ হয়। সেমিনারটি হোটেলের গ্রান্ড বল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ ব্রিটেনের মান্যবর হাইকমিশনার মিস এলিসন ব্লেইক, সুইডেনের মান্যবর এ্যাম্বাসেডর শ্যারলোট শ্ল্যাইটার, সুইজারল্যান্ডের মান্যবর এ্যাম্বাসেডর রেনে হোলন্স্টেইন, ইউএনডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর সুদীপ্ত মুখার্জি এবং আইন ও সালিস কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক মিস শিপা হাফিজা। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রতিনিধি, আলোচক ও অতিথিগণ সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। সেমিনারটি মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত ও খোলামেলা আলোচনার একটি উন্মুক্ত প্ল্যাটফরম হিসাবে প্রতিভাত হয়। সেমিনারের শেষাংশে রূপান্তরিত লিঙ্গের জনগোষ্ঠী এবং অটিজম-বৈশিষ্ট সম্পন্ন শিশুদের অংশগ্রহণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় যেখানে নৃত্য ও নাট্যাংশ প্রদর্শনের মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য ও অনিয়মের দৃশ্যাবলী ফুটিয়ে তোলা বা চিত্রায়িত করার চেষ্টা করা হয়।

"রোহিঙ্গা সমস্যার টেকসই সমাধান" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে কমিশন সভাকক্ষে ৪/১০/২০১৮ তারিখে "রোহিঙ্গা সমস্যার টেকসই সমাধান" শীর্ষক একটি গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় দেশের কতিপয় স্বনামধন্য ভূতপূর্ব কুটনীতিক ও কৌশলগত বিশ্লেষক, প্রাক্তন আমলা, বিচারপতি, সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও আলোচকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক গোলটেবিল আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের ব্যতীত আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন এ্যাম্বাসেডর ও কুটনীতিক এবং বর্তমানে ওআইসি সচিবালয়ের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান জনাব মোহাম্মদ জমির, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এম সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রাক্তন বিদেশ সচিব মহিউদ্দিন আহমেদ এবং চীনে বাংলাদেশের ভূতপূর্ব এ্যাম্বাসেডর আজিজুল হক। তাঁরা সকলেই বিভিন্ন আঙ্গিকে রোহিঙ্গা সমস্যার ওপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের

মূল সুর ছিল কিছুটা হতাশায় বিধৃত যে আপাত:-বন্ধুত্বপূর্ণ ভারত কিংবা তথাকথিত বিশ্বস্ত চীন- কেউই রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে বিশেষ কিছুই করেনি। অথচ সমস্যাটি আঞ্চলিক নিরাপত্তার ওপরও একটি জলজ্যান্ত হুমকি স্বরূপ বিদ্যমান। আলোচনায় যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে যে আমেরিকা ও ইইউ-ভূক্ত পশ্চিমা দেশসমূহকে রোহিঙ্গা সমস্যার টেকসই সমাধানে বাংলাদেশের যথার্থ সমর্থক ও অধিকতর ইতিবাচক ভূমিকা পালনকারী দেশ হিসাবে মূল্যায়িত করা যায়।

'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং মানবাধিকার" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ইউএনডিপির হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম-এর সহযোগিতায় ঢাকার লা-মেরিডিয়েন হোটেলে ১/১১/২০১৮ তারিখে "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং মানবাধিকার" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করে। কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আনিসুল হক, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। বিশেষ অতিথি হিসাবে কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ সুইডেনের মান্যবর এ্যাম্বাসেডর শ্যারলোট শ্ল্যাইটার, সুইজারল্যান্ডের মান্যবর এ্যাম্বাসেডর রেনে হোলন্স্টেইন এবং ইউএনডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর সুদীপ্ত মুখার্জি। কনফারেন্সে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ওপর বিষয়ভিত্তিক মূল প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জনাব আবুল কালাম আজাদ, এসডিজি-বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর।

কনফারেন্সের শুরুতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি বাণী পাঠ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীতে দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অঙ্গীকার ব্যক্ত হয় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে সরকার যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা তুলে ধরা হয়। তিনি দেশের মানুষের মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষায় রাষ্ট্র-চালিত একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, "সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে সামনে রেখে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবসময় গবেষণা-ভিত্তিক উন্নয়ন কর্ম-প্রচেষ্টা পছন্দ করেন। ইউএন এমডিজি এ্যাওয়ার্ড এবং চ্যাম্পিয়নস্ অব আর্থ-এর মত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেশে মানবাধিকার-ভিত্তিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রার প্রতিকী ব্যঞ্জনাই তুলে ধরে।" তিনি আরও ব্যক্ত করেন যে এসডিজি বাস্তবায়নে ব্যাক্তি-খাতগুলোকে সরকারের সহায়তায় অংশীদারত্বের ভিত্তিতে এগিয়ে আসা দরকার।

জেলা পর্যায়ে সচেতনতা-সৃষ্টিমূলক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবছর দেশের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা-সৃষ্টিমূলক অনেকগুলো ওয়ার্কশপ আয়োজন করেছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১৭-১৯ জানুয়ারি ২০১৮ মেয়াদে চাঁদপুর, বরগুনা ও পটুয়াখালী এবং ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মেয়াদে সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও নাটোর জেলায় আটটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 'মানবাধিকার: ধারণা ও প্রায়োগিক দিক'-শীর্ষক প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী প্রতিটি কর্মশালায় উদ্বোধনী বক্তব্যের পর নিম্নোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য উপস্থাপন ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়:

- মানবাধিকারের সজ্ঞা, আইন এবং আন্তর্জাতিক দলিলসমূহে মানবাধিকারকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে;
- মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে (UDHR) যে ৩০টি অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে;
- যে সকল ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হয়;
- কমিশনের গঠন, তার প্রেক্ষাপট, দায়িত্ব ও কার্যাবলি, অভিযোগ দায়ের-পদ্ধতি এবং মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এমন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে কমিশনের সম্পর্ক;
- বিশ্বব্যাপী শিশুর প্রতি সহিংসতার একটি চিত্রও তুলে ধরা হয়; শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে জাতীয়

মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে World Vision-এর যৌথ উদ্যেগে পরিচালিত 'আমিই পারি শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে' (It takes me to end physical violence against children) শীর্ষক প্রচারণার ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয় যে, প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটি শিশু কোন-না-কোন সহিংসতার শিকার হয়। বাংলাদেশে ৫৭%শিশুর ওপর কর্মস্থলে এবং ৭৭.১% শিশুর ওপর বিদ্যালয়ে নির্যাতন করা হয়। শিক্ষার অভাব, অজ্ঞতা, ইতিবাচক অভিভাবকত্বের অভাব এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকির অভাব এর প্রধান কারণ।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-এর আলোকে প্রতিবন্ধিতা কী, প্রতিবন্ধিতার শ্রেণিবিন্যাস, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, বৈষম্য কীভাবে দূর করা যাবে তার ওপর আলোচনা হয়;
- সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ অংশ (vulnerable group) তথা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, নারী, শিশু ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় ব্যাপক জনসচেতনতা, প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা কার্যক্রমের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনাও হয়;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ তৈরি করা, ভোট কেন্দ্রে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরা এবং এ উপলক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জারির বিষয়ে কর্মশালায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় মহিলাদের চিকিৎসা লাভের সুযোগ, মাঠপর্যায়ে মহিলা ডাক্তারের স্বল্পতা (বরগুনা জেলায় মাত্র দু'জন মহিলা ডাক্তার রয়েছেন), মহিলাদের স্বাস্থ্য-অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মহিলা ডাক্তার নিয়োগ করার ওপর ওয়ার্কশপে আলোচনা হয়।
- নারী বা শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট উপস্থাপন করা, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রেফতারের স্থান, সময় এবং অন্তরীণ রাখার স্থান সম্পর্কে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়কে অবহিত করা- এসকল বিষয়েও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে তুলে ধরা হয়েছে।
- মানবাধিকার বিষয়কে মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হলে শিক্ষার্থীরা জীবনের শুরুতে এ বিষয়ে ধারণা লাভ করবে এবং এটি শিশু কিশোরদের মানবিক বিকাশে সহায়ক হবে মর্মে কর্মশালায় আলোচনা হয়।
- মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রচার ও অবহিতকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মানবাধিকারের নামে কিছু সংস্থার প্রতারণা বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও অংশগ্রহণকারীগণ বলেছেন।

কর্মশালার সুপারিশসমূহঃ

(ক) জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আরো বেশী কর্মশালা ও আলোচনাসভার আয়োজন;

(খ) কোন মানবাধিকার সংগঠন যাতে প্রতারণামূলক কোন কাজ না করে তা নিশ্চিত করা; সংগঠনগুলোর জেলা-ভিত্তিক তালিকা তৈরী করে তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসনকে দায়িত্ব প্রদান;

(গ) শিশু নির্যাতন বন্ধের কার্যক্রম জোরদার করণ; শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আরও নিবিড়ভাবে কাজ করা;

(ঘ) মাঠ পর্যায়ে কমিশনের অফিস বৃদ্ধি; জেলা পর্যায়ে মানবাধিকার বিষয়ক কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া; কমিটি কতৃক জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত/অনুসন্ধান কাজে কমিশনকে সহায়তা;

(ঙ) সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ অংশের (যেমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ) মানবাধিকার রক্ষায় আরও ব্যাপক প্রচার ও জনসচেতনতা তৈরি;

(চ) মানবাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনসমূহ চিহ্নিত করা ও পর্যালোচনার জন্য কমিশন থেকে একটি গবেষণা কর্ম পরিচালনা;

(ছ) কমিশনের কাজের সঙ্গে প্যানেল আইনজীবীদের সম্পৃক্ত করতে তাঁদের নিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে কর্মশালা/ অবহিতকরণ সভা আয়োজন;

(জ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারির জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ;

(ঝ) নারীর স্বাস্থ্য-অধিকার নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মহিলা ডাক্তার পদায়নের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অনুরোধ;

(ঞ) গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট উপস্থাপন এবং মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী যথাসময়ে গ্রেফতারের স্থান, সময় এবং অন্তরীণ রাখার স্থান সম্পর্কে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়কে অবহিতকরণ নিশ্চিত করতে পুলিশকে যথাযথ নির্দেশনা প্রদানের জন্য সুরক্ষা ও সেবা বিভাগকে সুপারিশ প্রেরণ;

(ট) নারী ও শিশুর নিরাপদ হেফাজত ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল এজেন্সির মধ্যে যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে সুপারিশ প্রেরণ;

(ঠ) মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক্রমে মানবাধিকারের বিষয় অন্তর্ভুক্তির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগকে সুপারিশ প্রেরণ;

নারী দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি যৌথভাবে ০৮ মার্চ ২০১৮ তারিখ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। এ উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার নারীরা এবং সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আনিসুল হক, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। বিশেষ অতিথি হিসাবে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, নমিতা হালদার, সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, আফরোজা খান, ভারপ্রাপ্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, এবং ফরিদা ইয়াসমিন, উপ-কমিশনার, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ঢাকা।

বাংলাদেশের ছদ্ম (Mock) ইউপিআর অনুষ্ঠিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি যৌথভাবে মে/২০১৮ তে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেলে বাংলাদেশের ছদ্ম (Mock UPR) ইউপিআর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আনিসুল হক, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মোহাম্মদ শহীদুল হক, সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব এম, শামীম আহসান, মান্যবর এ্যাম্বাসাডর ও বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা, ঢাকাস্থ সুইডেনের মান্যবর এ্যাম্বাসেডর শ্যারলোট শ্ল্যাইটার, সুইজারল্যান্ডের মান্যবর এ্যাম্বাসেডর রেনে হোলন্স্টেইন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। এছাড়া, অনুষ্ঠানে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আয়েশা খানম, সভানেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, শিপা হাফিজা, নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, তাহমিনা রহমান, আঞ্চলিক পরিচালক, আর্টিকেল ১৯, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনস্রোত ও তার স্থানীয় প্রভাবঃ স্থায়ী সমাধানে স্টেকহোল্ডারগণের ভূমিকা শীর্ষক গোলটেবিল অনুষ্ঠিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি যৌথভাবে "রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ও তার স্থানীয় প্রভাবঃ স্থায়ী সমাধানে স্টেকহোল্ডারগণের ভূমিকা" শীর্ষক একটি গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠান ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখ ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেলে আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কে কোন ভূমিকা পালন করবেন এবং কিভাবেই বা সমন্বয় সাধন করা হবে তা ম্যাপিং করা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ শহীদুল হক, সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মোঃ মোস্তাফা কামাল উদ্দিন, সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মিস মিয়া সেপ্পো, ঢাকাস্থ ইউএন আবাসিক সমন্বয়কারি, মোঃ আব্দুল কালাম, স্মরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন, মিস শারমিলা রাসুল, প্রধান কারিগরি উপদেষ্টা, এইচআরপি, ইউএনডিপি, রাশেদা কে চৌধুরি, নির্বাহি পরিচালক, গণস্বাক্ষরতা অভিযান, খুশি কবির, সমন্বয়কারি, নিজেরা করি, জনাব অজয় দাশগুপ্ত, সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক সমকাল, জাহিদ আল মামুন,

প্রসিকিউটর, আইসিটি, মোখলেসুর রহমান বাদল, চেয়ারম্যান, মানবাধিকার ও লিগ্যাল এইড কমিটি, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, শবনম আজীম, সহকারি প্রফেসর, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । গোলটেবিল আলোচনায় মূখ্যত তিনটি বিষয় প্রাধান্য পায়ঃ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং স্থানীয় জনগণের ওপর রোহিঙ্গা আগমনের প্রভাব ।

"নির্বাচনকালে মানবাধিকারের সুরক্ষা" শীর্ষক গোলটেবিল অনুষ্ঠিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিজ দপ্তরে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ "নির্বাচনকালে মানবাধিকারের সুরক্ষা" শীর্ষক একটি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে । কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন । আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন কাজল দেবনাথ, প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, আয়েশা খানম, সভানেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ, শ্যামল দত্ত, সম্পাদক, ভোরের কাগজ, সাদেকা হালিম, ডীন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কবির চৌধুরি তন্ময়, অনলাইন সংবাদকর্মী প্রমুখ । আলোচনায় বিভিন্ন বক্তাগণ জোড় দিয়ে বলেন যে নির্বাচন কমিশনকে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ এর জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় পুলিশ টাস্কফোর্সের ভ্রাম্যমান আদালত স্থাপন করতে হবে ।

নির্বাচন উপলক্ষ্যে কমিশন খুলনা, যশোর, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালি, মুন্সিগঞ্জ এবং রংপুরেও গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে যেখানে জেলা প্রশাসন ও সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । মূল উদ্দেশ্য এবং আলোচনা একটিই আর সেটি হচ্ছে নির্বাচনকালে মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয় তার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা ।

মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ইউএনডিপির হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম-এর সহযোগিতায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বিষয়ে ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, ঢাকায় একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । আলোচনা অনুষ্ঠানটি আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রকাশিতব্য "মানবাধিকার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল" এর খসড়া প্রণয়নে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট থেকে মতামত ও তথ্য সংগ্রহ করা ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম, পি, মাননীয় মন্ত্রী,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় । জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ নজিবুর রহমান, মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মোঃ মোস্তাফা কামাল উদ্দিন, সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ডঃ মোঃ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার), পুলিশ মহাপরিদর্শক, বেনজির আহমেদ, বিপিএম (বার), ডিজি, র‍্যাব এবং সুদীপ্ত মুখার্জি, কান্ট্রি ডিরেক্টও, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ ।

জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ১৭ মার্চ ২০১৮ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কমিশন অফিসে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের প্রতি এতটাই মমতাপরায়ন ছিলেন যে ১৯৭৪ সনেই তিনি শিশু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করেছিলেন। তাই বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে শিশু অধিকার দিবস পালন করা একটি যথার্থ সিদ্ধান্ত।" তিনি আরও বলেন যে সরকার কর্তৃক প্রচুর ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও শিশুর প্রতি সহিংসতা এখনও রয়েই গেছে। সুতরাং, শিশু নির্যাতনকারি দের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মিস প্রমিলা প্যাটেন, যুদ্ধে (Conflict) যৌন নিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি-এর সাথে আলোচনা অনুষ্ঠিত

মিস প্রমিলা প্যাটেন, যুদ্ধে (Conflict) যৌন নিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ১০ মে ২০১৮ তারিখ দ্বিতীয় মেয়াদে কমিশনে আসেন এবং কমিশনের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও কর্মকর্তাদের সাথে রোহিঙ্গা সংকটের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ২০১৭ এর নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে প্রথম ভ্রমনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করেন এবং জানান যে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মেয়ে ও নারীদের ওপর যে যৌন নিপীড়ন চালানো হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে এবং নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করেছেন। তিনি কমিশন কর্তৃক রোহিঙ্গা সংকটের ওপর যে সকল প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মেয়ে ও নারীদের ওপর যে যৌন নিপীড়ন চালানো হয়েছে তার ওপর বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমানাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করায় কমিশনের প্রশংসা করেন এবং কমিশনের সাথে যৌথভাবে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন যা বাংলাদেশ সরকারের সাথে প্রস্তাবিত কোলাবোরেশন কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হবে। অতপর: এ আলোচনার ওপর সংবাদকর্মীদের প্রশ্নের উত্তরে কমিশনের চেয়ারম্যান জানান যে মিস প্রমিলা প্যাটেনের প্রত্যাশা হচ্ছে মানবাধিকার কমিশনের মত একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-প্রমান রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে অনেক মূল্য সংযোজন করতে পারবে। জাতীয় মানবাধিকার

কমিশনের মত তিনিও আশাবাদী যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের আন্তরিক ও জোরদার প্রচেষ্টার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতা শীঘ্রই বন্ধ হবে এবং নির্যাতিত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গারা দ্রুত এবং নিরাপদে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসিত হবে।

অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৮ উদযাপিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ০৭ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে ব্রাক- ইন-সেন্টারে একটি আলোচনা সভা ও বিশেষ শিশুদের অংশগ্রহণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ গওয়াহের রিজভী এবং সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ মাযহারুল মান্নান নির্বাহী কমিটি সদস্য, সূচনা ফাউন্ডেশন, গাজী মোঃ নূরুল কবির, ডিজি, সমাজসেবা অধিদপ্তর, প্রফেসর গোলাম রব্বানী, চেয়ারপারসন, স্নায়ু বিকাশ প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কর্ণেল মোঃ শহিদুল আলম, নির্বাহী পরিচালক এবং অধ্যক্ষ, প্রয়াস, রওনক হাফিজ, চেয়ারপারসন, অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, প্রফেসর ডঃ আবদুস সালাম, বারডেম এবং সৈয়দা মুনীরা ইসলাম, ক্রিয়েটিভ ডাইরেক্টর, আরটিভি।

রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ে OHCHR এর সাথে আলোচনা অনুষ্ঠিত

এন্ড্রু গিলমুর, সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল, OHCHR জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক এর সাথে ০৫ মার্চ ২০১৮ তারিখ কমিশন অফিসে দেখা করেন এবং চলমান রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি এ সংকটের স্থায়ী সমাধানের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করেন। মোঃ নজরুল ইসলাম, ফুল-টাইম মেম্বার এবং শারমিলা রাসুল, প্রধান কারিগরী উপদেষ্টা, হিউম্যান রাইটস্ প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করাঃ কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করাঃ কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব" শীর্ষক একটি আলোচনা সভা ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ নজিবুর রহমান, মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মোঃ জিল্লার রহমান, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য নুরুন নাহার ওসমানি, সচিব হিরণ্ময় বাড়ৈ, মোঃ তাওহিদুর রহমান, চেয়ারম্যান, শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক, মিঃ ভাস্কর ভট্টাচার্য, পরামর্শক, এটুআই প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, রাবেয়া সুলতানা, কান্ট্রি ডাইরেক্টর, হেল্প-এজ, খন্দকার জহুরুল আলম, নির্বাহী পরিচালক, সিএসআইডি, মোঃ আবদুস সালাম, প্রফেসর, বারডেম এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ।

সভা শুরুর পূর্বেই আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে সাথে নিয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান প্রতিবন্ধী ও অটিজম-বৈশিষ্টসম্পন্ন শিশুদের আঁকা ছবির প্রদর্শণী "শেখ রাসেল আর্ট গ্যালারী" উদ্বোধন করেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যা সম্পর্কে সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারিদের পক্ষ হতে মাননীয় প্রধান অতিথির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নৌপথে চালিত যানবাহনগুলো প্রতিবন্ধী-বান্ধব করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোবাইল ফোনে নৌ-পরিবহন সচিবকে নির্দেশ প্রদান করেন। বাংলাদেশের মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক এর কপিরাইট সংক্রান্ত আরএকটি বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সেক্ষেত্রেও তিনি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে মোবাইল ফোনে নির্দেশনা প্রেরণ করেন অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যেহেতু বাংলাদেশই প্রথম এ জাতীয় টকিং বুক তৈরী করেছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য।

আইসিইএসসিআর প্রতিবেদনের খসড়া তৈরীর জন্য পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

আইসিইএসসিআর প্রতিবেদনের খসড়া তৈরীর জন্য ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাকক্ষে একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব এনামুল হক চৌধুরি, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং ইএসসিআর থিমেটিক কমিটির সদস্য উদ্বোধনী সেশনে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি পরামর্শ সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন এবং জানান যে প্রণীতব্য আইসিইএসসিআর প্রতিবেদনে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের প্রদত্ত তথ্য ও উপদেশাবলী

অন্তর্ভূক্ত করার জন্যই পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়েছে। কমিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং ইএসসিআর থিমেটিক কমিটির সদস্য-সচিব মিস ফারহানা সাঈদ সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। মিস শারমিলা রাসুল, প্রধান কারিগরি উপদেষ্টা, এইচআরপি, ইউএনডিপি মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন যার শিরোনাম ছিল "অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ এর অধীনে প্রতিবেদন প্রণয়ন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং এনজিও-প্রতিনিধিগণ পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং বিষয়ের ওপর খোলামেলা আলোচনা করেছেন এবং তাদের সমৃদ্ধ মতামত জ্ঞাপন করেছেন।

নারী ও শিশুর অধিকার সংক্রান্ত দুই থিমেটিক কমিটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নারী ও শিশুর অধিকার সংক্রান্ত দুটি আলাদা থিমেটিক কমিটির একটি যৌথ আলোচনা সভা ২৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখ কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুর প্রতি পরিচালিত যৌন নির্যাতন, এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক উপস্থাপিত যৌন নির্যাতন বিরোধী খসড়া আইনের ওপর সভায় আলোচনা হয়। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সভায় সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন কমিশনের সদস্য নুরুন নাহার ওসমানী, খুশি কবির, সমন্বয়কারি, নিজেরা করি, জাকিয়া কে হাসান, নির্বাহি পরিচালক, উইমেন ফর উইমেন, রোকেয়া কবির, নির্বাহি পরিচালক, নারী প্রগতি সংঘ, সাবিরা নুপুর, উপপরিচালক, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ।

শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ০৪ জুলাই ২০১৮ তারিখ রংপুরে স্থানীয় প্রশাসন ও ওয়ার্ল্ডভিশন এর সাথে যৌথভাবে শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করে। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব এনামুল হাবিব, জেলা প্রশাসক, রংপুর। সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন নুরুন নাহার ওসমানি, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, উপাচার্য, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মিজানুর রহমান, পুলিশ সুপার, রংপুর, চন্দন জেড গোমেজ, পরিচালক, ওয়ার্ল্ডভিশন প্রমুখ। কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "শিশুদের অধিকার, সেটি পরিবারেই হোক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা কার্যক্ষেত্রে- তা সুরক্ষিত থাকা দরকার। পরবর্তী প্রজন্মই বর্তমান শিশু-বান্ধব সরকারের সকল অর্জনকে ধারণ করবে। সুতরাং সকল প্রকার সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে তাদের রক্ষার জন্য সরকারের এখনই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ।"

৪.৫ গবেষণা ও প্রকাশনা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০১৮ সালে তিনটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছে। গবেষণাকর্মগুলো নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	গবেষণা শিরোনাম	গবেষকের নাম
১	প্রবাসী নারী কর্মীদের প্রতিবন্ধকতা এবং তা উত্তরণের উপায়	নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, উপাচার্য, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
২	হিজরা জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সমস্যসমূহ এবং তা উত্তরণের উপায়	রোবায়েত ফেরদৌস, সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩.	বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনস্রোতঃ আশ্রয়-প্রদানকারি সম্প্রদায়ের ওপর তার প্রভাব	শবনম আজিম, সহকারি অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এছাড়া, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০১৮ সালে কয়েকটি পুস্তিকা, রোহিঙ্গা সংকটের ওপর বিশেষ নিউজলেটার ও মানবাধিকার দিবস ২০১৮ এর ওপর বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করে।

৪.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন

কমিশনের সেবা সম্প্রসারণ পদ্ধতি ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নাগরিকদের জানানোর জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কলসেন্টারটি এবছর চালু করা হয়েছে। যে কোন স্থান থেকে যে কোন ব্যক্তি কমিশনের কলসেন্টারে ফোন করে মানবাধিকার সম্পর্কে, কমিশন সম্পর্কে এবং কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। কল সেন্টারটি প্রত্যেক অফিস-কার্য দিবসে খোলা থাকে যখন সকলেই ১৬০১৮ নম্বরে (হেল্পলাইন)/ ০৯৬১২৩১৬১০৮ (বিদেশ থেকে) ফোন করে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। কলসেন্টারে প্রাপ্ত অভিযোগ ডাটাবেইজ-এ সংরক্ষণ করে রাখার পদ্ধতি চালু আছে। একটি ট্র্যাকিং নম্বর তৈরী হয় যা দিয়ে প্রাপ্ত অভিযোগটির সম্পর্কে জানার জন্য অভিযোগকারী অবিলম্বেই চেষ্টা করতে পারে এবং অভিযোগ কমিশনে প্রাপ্ত হয়েছে কি না সে সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও অভিযোগকারি যে কোন স্থান থেকে অভিযোগের স্টাটাস জানতে পারে।

এগুলো ব্যতীত, কলসেন্টার সল্যুসনস্-এর কল-রেকর্ড করার ব্যবস্থা রয়েছে যা দিয়ে অফিস বন্ধ থাকাকালেও যে কোন ব্যক্তি তার অনুযোগ, অভিযোগ বা প্রশ্ন রেকর্ড করে রাখতে পারছেন- যা পরবর্তীতে কল-সেন্টার-কর্মীরা অফিসে এসে শুনতে পারছে এবং তার ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে। কমিশন উঁচু মানের সামাজিক মিডিয়া সাইটগুলোতে (ফেইজবুক, ইউটিউব, টুইটার, লিঙ্কেদিন, ইনস্টাগ্রাম, পিন্টারেস্ট, গুগল প্লাস ইত্যাদি) বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-মাধ্যম কার্যাবলী চালু করেছে। এবছর কমিশন কুড়ি হাজারেরও বেশী অনুসারী পেয়েছে কমিশনের ফেসবুক পাতায়। বর্তমানে ভিডিও হচ্ছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ডিজিটাল বিষয়বস্তু, তাই কমিশন থেকেও ডিজিটাল গল্প তৈরী করা হয়েছে নিজেদের কাজকর্ম তুলে ধরা এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিরর জন্য।

৪.৭ গণমাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

অন্যান্য বছরের ন্যায় মিডিয়ায় মানবাধিকার কমিশনের উপস্থিতি দৃশ্যমান ছিল। নিম্নের সারণীতে তার একটি চিত্র বোঝা যাবেঃ

প্রেসরিলিজসমূহের বিবরণ	তারিখ
রাঙ্গামাটিতে মারমা তরুণী ধর্ষণের অভিযোগের ওপর কমিশনের উদ্বেগ প্রকাশ	১৬/০২/১৮
আসমা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুতে এনএইচআরসিবির শোক প্রকাশ	১২/০২/১৮
ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণীর মৃত্যুতে এনএইচআরসিবির শোক প্রকাশ	১২/০২/১৮
রাঙ্গামাটিতে মারমা তরুণী ধর্ষণের অভিযোগের ওপর কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণ	১৮/০২/১৮
শিশু আমেনা আক্তারকে নির্যাতনের ওপর কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণ	১১/০৭/১৮
মানবাধিকার কর্মী রফিক জামানের মৃত্যুতে এনএইচআরসিবির শোক প্রকাশ	১২/০৩/১৮
ইউএসবাংলা এয়ার লাইনস দুর্ঘটনায় যাত্রীদের মৃত্যুতে এনএইচআরসিবির শোক প্রকাশ	১২/০৩/১৮
রাঙ্গামাটিতে মারমা তরুণী ধর্ষণের অভিযোগের ওপর কমিশনের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্ট শেয়ারিং	০৫/০৪/১৮
এনএইচআরসিবি কর্তৃক বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৮ উদযাপিত	০৭/০৪/১৮
কোটা সংস্কার আন্দোলনে প্রতিবাদমূখর ছাত্রদের ওপর আক্রমনে কমিশনের উদ্বেগ প্রকাশ	০৯/০৪/১৮
লিমনের বাড়িতে আক্রমনের ওপর কমিশনের উদ্বেগ প্রকাশ	১০/০৪/১৮
এনএইচআরসিবির প্রথম চেয়ারম্যান জাস্টিস আমীরুল কবির চৌধুরির মৃত্যুতে কমিশনের শোক প্রকাশ	০২/০৫/১৮
রোহিঙ্গা নারীদেও যৌন নির্যাতনের ওপর এনএইচআরসিবির গোলটেবিল আলোচনা	২২/০৭/১৮

রোহিঙ্গা সংকট ও আশ্রয়দানকারি সম্প্রদায়ের মানবাধিকার বিষয়ে এনএইচআরসিবির গোলটেবিল আলোচনা	৩০/০৭/১৮
নির্বাচন কমিশন মানবাধিকার কমিশনের অনুরোধে নির্বাচনী প্রচারনায় শিশুদের ব্যবহারে নিষেধ আরোপ করে	০৩/০৩/১৮
মোঃ জাফর ইকবালের ওপর আক্রমনে কমিশনের উদ্বেগ প্রকাশ	০৩/০৩/১৮
কমনওয়েলথ মহাসচিব এবং এনএইচআরসিবি চেয়ারম্যান এর মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত	১০/০৮/১৮
দৈনিক সমকাল সম্পাদক গোলাম সরোয়ারের মৃত্যুতে এনএইচআরসিবির শোক প্রকাশ	১৩/০৮/১৮
বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী এবং জাতীয় শোকদিবসের আলোচনা কমিশনে অনুষ্ঠিত	১৫/০৮/১৮
কফি আনানের মৃত্যুতে এনএইচআরসিবির শোক প্রকাশ	১৯/০৮/১৮
খাগরাছড়িতে ৬ ব্যক্তি খুন হওয়ায় কমিশনের উদ্বেগ প্রকাশ	১৯/০৮/১৮
বান্দরবনে ত্রিপুরা তরুণীদের ওপর ধর্ষণের ঘটনায় কমিশনের উদ্বেগ প্রকাশ	২৬/০৮/১৮
রোহিঙ্গা সংকটের বর্ষপূর্তি আলোচনা কমিশনে অনুষ্ঠিত	২৬/০৮/১৮
সাংবাদিক নদী খুন হওয়ার প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এনএইচআরসিবির পত্র প্রেরণ	২৯/০৮/১৮
প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়নের জন্য কমিশন চেয়ারম্যানের আহ্বান	২৯/০৮/১৮
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করাঃ কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা কমিশনে অনুষ্ঠিত	০৬/০৯/১৯
রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা কমিশনে অনুষ্ঠিত	০৪/১০/১৮
"প্রবীণ অধিকার সুরক্ষা ও আন্তঃপ্রজন্ম সেতুবন্ধ রচনা" শীর্ষক সেমিনার কমিশনে অনুষ্ঠিত	১৬/১০/১৮
"লিগ্যাল জেন্ডার রিকগনিশনঃ প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা কমিশনে অনুষ্ঠিত	১৭/১০/১৮
এনএইচআরসিবি কর্তৃক **এসডিজি ও মানবাধিকার** বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত	৩১/১০/১৮
এনএইচআরসিবি কর্তৃক কক্সবাজারে **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংক্রান্ত আলোচনা** অনুষ্ঠিত	০৪/১১/১৮
"নির্বাচনকালে মানবাধিকারের সুরক্ষা" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা কমিশনে অনুষ্ঠিত	১২/১১/১৮
এনএইচআরসিবি কর্তৃক **"নির্বাচনকালে মানবাধিকারের সুরক্ষা"** শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা খুলনায় অনুষ্ঠিত	২০/১১/১৮
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মেট্রোরেলে ভ্রমন নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত	০১/১২/১৮
নারীর প্রতি সহিংসতা নিরসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দিবস কমিশন কর্তৃক উদযাপিত	১০/১২/১৮
মানবাধিকার দিবস ২০১৮ উদযাপিত	০৯/১২/১৮
এনএইচআরসিবি কর্তৃক **"নির্বাচনকালে মানবাধিকারের সুরক্ষা"** শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা ঢাকায় অনুষ্ঠিত	২৩/১২/১৮
এনএইচআরসিবির নির্বাচন-পূর্ব কর্মকান্ডের ওপর প্রেস ব্রিফিং	৩১/১২/১৮

৪.৮ কমিশন সভার উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ

১। মানবাধিকার লংঘনের ঝুঁকির ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় থিমেটিক কমিটিসমূহ পুনর্গঠন করে ১২টিতে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

২। কমিশন সভার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং পূর্বের তুলনায় বেশী সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৩। কমিশনের প্রধান অফিস একটি প্রশস্ততর ও সহজে গমনযোগ্য স্থানে স্থানান্তর করে সেবা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি পুনর্বিন্যাস করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৪। পশ্চাদপদ ও ঝুঁকিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে কমিশনের কর্মে নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫। যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ আইন প্রণয়নে খসড়া প্রস্তুতি, পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৬। কমিশনের আঞ্চলিক অফিস সম্প্রসারণে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

অধ্যায়: ৫

কমিশনের বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ ও আগামীর পথচলা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ এখন এক-দশক বয়সী একটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য অনেক মানবধিকার কমিশনের তুলনায় এটি এখনও একটি নতুন কমিশন। এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অনেক কিছুই সম্পন্ন হয়েছে আবার অনেকটাই অসম্পন্ন রয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবর্ধন, জনশক্তি বৃদ্ধি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ-সংস্কৃতির উন্নয়ন, অঞ্চলভিত্তিক তথা উপাঞ্চলভিত্তিক অফিস স্থাপনে যে সকল সমস্যাদি রয়েছে তা নিরসন এবং কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন ও প্রয়োজনীয় ভৌতকাঠামো নির্মাণ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের অগ্রাধিকার তালিকায় পড়ে। এনএইচআরসিবিকে শক্তিশালী করার মানেই হচ্ছে কমিশনের "এ" স্টাটাস প্রাপ্তির জন্য যাবতীয় শর্তাদি মেটানোর সামর্থ্য যোগানো এবং কমিশনকে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি অর্জন। প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবর্ধন বলতে এটিও বোঝায় যে কমিশনের চাকুরি অত্যন্ত আকর্ষনীয় এবং নিয়োগপ্রাপ্তরা কেউ চাকুরি ছেড়ে চলে যায় না এবং একটি দক্ষ জনশক্তি কমিশনে অটুট রয়েছে। কমিশনকে আর্থিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে নেয়ার সক্ষমতা অটুট রাখা প্রয়োজন এবং উন্নয়ন সহযোগী তথা দাতাসংস্থার পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন বা কমিশনের অর্থপ্রবাহে কোন ঝুঁকি রয়েছে কি না তা যথাসময়েই নিরূপন করা প্রয়োজন।

অবশ্য, সরকারের সুদৃষ্টি কমিশনের প্রতি রয়েছে; সরকার কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার ইচ্ছা ব্যক্ত করছে এবং দেশের মানুষের মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় একটি প্রধান সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে কমিশনও সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে। সঙ্গত কারণেই মানুষের মনে এ আশাবাদ জেগে উঠেছে যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের অধিকার সুরক্ষায় আরও দৃশ্যমানভাবে অনেক অবদান রাখতে পারে। সেপর্যায়ে পৌঁছনোর পূর্বে কমিশনকে কতকগুলো সুস্পষ্ট বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে যেতে হবে।

কমিশনের জন্য এখনও প্রথম এবং প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কমিশনের জনশক্তি বৃদ্ধি করা। জনশক্তি বৃদ্ধির পথে কতিপয় সুনির্দিষ্ট অন্তরায় রয়ে গেছে। মূখ্য অন্তরায় হচ্ছে নিয়োগপ্রাপ্তদের ঘনঘন আগমন ও নির্গমন। প্রায়শই তারা আসছে আবার চলেও যাচ্ছে কারণ কমিশনের চাকুরি এখনও ততটা আকর্ষণীয় রূপলাভ করেনি।

কমিশনের এখনও কোন স্থায়ী অফিস ভবন নাই। একটি স্থায়ী অফিস ভবন থাকলে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল একটি কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত হতো এবং তাদের মধ্যে অফিসের প্রতি একটি মমত্ববোধ বা মালিকানা-বোধ সৃষ্টি হতো মর্মে বিশ্বাস করা হয় এবং যেটি ফলস্বরূপ কমিশনের ভাবমূর্তি ও সম্মানকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতো।

একখন্ড জমি অধিগ্রহণ করা এবং একটি অফিস ভবন নির্মান করা কমিশনের জন্য এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কমিশন এ লক্ষ্যে সরকারের সাথে যোগাযোগ ও লবিং চালিয়ে যাচ্ছে এ আশায় যে শীঘ্রই একটি সমাধান পাওয়া যাবে।

কমিশনকে "এ" স্ট্যাটাসে উন্নীত করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আইসিসি (জিএএনএইচআরআই) এর এ্যাক্রেডিটেশান সংক্রান্ত উপ-কমিটি (এসসিএ) এখনও তার খুঁতখুঁতে দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখেই চলছে এনএইচআরসিবিকে "এ" স্টাটাস প্রদানের ক্ষেত্রে। তাদের মতে প্যারিস নীতিমালার শর্তাদি পূরণে এনএইচআরসিবির এখনও ঘাটতি রয়ে গেছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা বা দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যতিক্রম থাকতেই পারে তবে, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এনএইচআরসিবিকে এ্যাক্রেডিটেশান সংক্রান্ত উপ-কমিটির প্রশ্নের জবাব দিতেই হচ্ছে যা আসলে তার নিজের কর্মকান্ডের ওপর নির্ভর করছে না; সরকারকেই এবিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে যাতে কমিশনের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের বাছাইকরণ পদ্ধতি এমনভাবে হালনাগাদ করা হয় যে কমিশন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়েও তদন্ত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

"এ"-স্টাটাস প্রাপ্তির মতই সাংবিধানিক সংস্থার মর্যাদা-প্রাপ্তিও (দেশের অন্যান্য অনেক কমিশনের ন্যায়) কমিশনের একটি বিরাট অভীপ্সা। নেপাল ও ভারতের কমিশনসহ বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার কমিশনই সাংবিধানিক সংস্থার মর্যাদা উপভোগ করছে। বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে একটি সাংবিধানিক সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করে সরকার কমিশনকে ক্ষমতায়িত করার তার মহান ইচ্ছাকে যথার্থরূপে বাস্তবায়িত করতে পারেন এবং দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে প্রকৃত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারেন।

কমিশন জনগণের ক্ষোভ ও অভিযোগের বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায়। অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কমিশনের সর্বোচ্চ মনোযোগই নিয়োজিত রয়েছে, তবে, বাস্তবে জনবলের স্বল্পতার কারণে সকল অভিযোগ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমলে নেওয়া বা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু, তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হলেও কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এখনো পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় বা ডিজিটাল করা যায়নি।

কমিশনের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) অনুযায়ী সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা কমিয়ে আনার উদ্দেশে কমিশন দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টিমূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে। এ ছাড়াও, কমিশন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন ও নীতিমালা সংস্কারে অগ্রণি ভূমিকা পালন করছে এবং আরদ্ধ কাজ দ্রুততার সাথে সম্পাদনের স্পৃহা ব্যক্ত করছে। খসড়া বৈষম্য-বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে এ উদ্দেশে যে আইনটি প্রণীত হলে নারী ও অন্যান্যদের প্রতি বৈষম্যের মাত্রা কমে আসবে কিন্তু বাস্তবে বৈষম্যমূলক প্রপঞ্চ এবং ক্ষতিকর অভ্যাসগুলো- যেমন বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি সমাজে রয়েই গেছে যা নারীর সমান অধিকার প্রাপ্তিকে থামিয়ে দেয়। একটি বৈষম্য-বিরোধী আইন প্রণয়নের অত্যাবশ্যকীয়তা অনুধাবন সম্পর্কে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং কর্তব্য-সম্পাদনকারীদের মনে গতিশীলতা সৃষ্টি করা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা কমিশনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ রয়েছে তার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি-অধিকারসহ অন্যান্য পরিস্থিতির ওপর গবেষণা, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও নৃ-গোষ্ঠীর অধিকারসমূহ সুরক্ষা, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার বাস্তবায়নে আইন ও নীতিমালার প্রয়োগ, আইএলও কনভেনশন ও শ্রম-অধিকার, সিবিএ অধিকার, ইপিজেড আইন, সার্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং অতি অবশ্যই রোহিঙ্গা সমস্যা- যা অনেক মানবিক সমস্যারই জন্ম দিয়েছে এগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। এসকল বিষয়ের ওপর প্রচুর গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। কিন্তু যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা অবশ্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

যদিও কমিশনের বর্তমান প্রচেষ্টাসমূহ সম্প্রসারিত করা হয়েছে পিছিয়ে পড়া, সমাজের প্রান্তসীমায় পড়ে থাকা মানুষদের মূলস্রোতে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য এবং যদিও অংশীজন ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে ঘনিষ্ট আন্ত-ব্যবস্থাপনা ও বোঝাপড়া বজায় রাখা হচ্ছে তবুও কেন যেন যথেষ্ট ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে ফাঁকফোঁকর ও অকার্যকারিতা রয়েই গেছে। এক্ষেত্রে মূল্যায়ন পদ্ধতিসমূহ ও মনিটরিং জোরদারকরণের মাধ্যমে কমিশনের নিজস্ব বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে উন্নতি ঘটানোর ব্যাপক পরিসর রয়ে গেছে।

নতুন পথের দিশা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যাদুকরি নেতৃত্বে দেশ আজ বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সাধন করে চলছে। সরকারি কার্যনির্বাহ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ফাঁকফোঁকর, দুর্নীতি, অপপ্রচেষ্টা ও অপপ্রয়োগের তথা অব্যবস্থাপনার মাত্রা কমিয়ে এনে এবং কর্তব্য-সম্পাদনকারিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার নিবেদিত।

এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের সকল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, নীতি ও রূপকল্প - যেমন, ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১, ভিশন-২১০০ বা ডেল্টা-পরিকল্পনা-২১০০ এর সাথে এসডিজিসমূহ অর্জনকে একীভূত করা হয়েছে যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সরকারের দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞারই পরিচয় বহন করে। সরকারের পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যাতে এসডিজি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় যাতে দারিদ্র এবং ক্ষুধা দূরীভূত হয়ে যাবে, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত হবে, সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্য ও ভাল-থাকা নিশ্চিত হবে, সুশিক্ষা বিস্তার বহাল থাকবে, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার-সমতা অর্জিত হবে, শোভন কর্ম-সুযোগের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অটুট থাকবে। শুধু এগুলোই নয়, ২০৩০ এজেন্ডার সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মধ্যে এমন শক্তি নিহিত আছে যে ইকুইটি বা ন্যায্য-বন্টনের নীতিমালার আওতায় সকল মানুষের সম-সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করে দেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়া, এও বোধগম্য যে, এসডিজির সফল বাস্তবায়ন আমাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় অধিকতর সামর্থ্যবান করবে। পরিবেশ দূষণ ও এর ক্ষতিসাধনের মাত্রা কমে আসবে বা বন্ধ হয়ে যাবে। এসডিজি-১৬ এর অঙ্গীকার আরও একটু বেশী- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা; এবং তা হবে সকলের জন্য ন্যায়-বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং আইনের শাসন, শান্তি, সামাজিক ঐক্য ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তার মানে এই যে- এসডিজির বাস্তবায়ন একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ বিনির্মানে সহায়তা করবে যেখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বা হিজড়া, ধর্মীয় ও নৃ-গোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু, দলিত, হরিজন, বেদে, মুচি ইত্যাদি সকল নাগরিক সমাজের মূলধারায় অভিষিক্ত থাকবে এবং কাউকেই পেছনে ফেলে রাখা হবে না। এভাবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের উদ্দেশ্য পূরণ হবে, রূপকল্পের সোনার বাংলা বাস্তবে রূপান্তরিত হবে এবং স্থায়ীভাবে মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পথ/ ক্ষেত্র পাকাপোক্ত হবে।

সংযুক্তি

০১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আর্থিক বিবরণী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অনুকূলে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রকৃত ব্যয় এবং অব্যয়িত অর্থের বিবরণী নিম্নরূপ:

অর্থনৈতিক কোড নং		বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয় ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত	অবশিষ্ট
		২০১৭-১৮	২০১৭-১৮	২০১৭-১৮	২০১৭-১৮
৫৯০১	**সাধারণ মঞ্জুরি**				
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	১,০৫,০০,০০০	৮৯,০০,০০০	৮৬,০৪,৮৫২	২,৯৫,১৪৮
	উপমোট-অফিসারদের বেতন	**১,০৫,০০,০০০**	**৮৯,০০,০০০**	**৮৬,০৪,৮৫২**	**২,৯৫,১৪৮**
৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারিদের বেতন	১১,০০,০০০	১১,০০,০০০	১০,৯০,৯৫৭	৯,০৪৩
	উপমোট-প্রতিষ্ঠান কর্মচারিদের বেতন	**১১,০০,০০০**	**১১,০০,০০০**	**১০,৯০,৯৫৭**	**৯,০৪৩**
৪৭০০	**ভাতাদি**				
৪৭০৫	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৫০,২৫,০০০	৪২,০১,০০০	৪২,০০,৬৩১	৩৬৯
৪৭০৯	শ্রান্তিবিনোদন ভাতা	৯০,০০০	২,৩৪,০০০	২,৩৩,৭৪০	২৬০
৪৭১৩	উৎসব ভাতা	১৮,০০,০০০	১৭,০০,০০০	১৫,৮৬,৩৩৯	১,১৩,৬৬১
৪৭১৪	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২,০০,০০০	১,৫০,০০০	১,৪৮,০৩৪	১,৯৬৬
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	৫,০০,০০০	৪,২০,০০০	৩,৮৩,৬৪৩	৩৬,৩৫৭
৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা/ব্যয় নিয়ামক ভাতা	১,৬৫,০০০	১,৬৭,০০০	১,৬৬,৮০০	২০০
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	২০,০০০	২০,০০০	১৬,৭৯৪	৩,২০৬
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	২৬,০০০	৩১,০০০	২৫,১৯০	৫,৮১০
৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা	২২,০০০	২১,০০০	২১,০০০	০
৪৭৯৪	মোবাইল/সেলুলার টেলিফোন ভাতা	২০,০০০	১৬,০০০	১৫,৬০০	৪০০
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা	২০,১০,০০০	১৫,১৭,০০০	১৪,৭৯,৭৬০	৩৭,২৪০
	উপমোট-ভাতাদি	**৯৮,৭৮,০০০**	**৮৪,৭৭,০০০**	**৮২,৭৭,৫৩১**	**১,৯৯,৪৬৯**
৪৮০০	**সরবরাহ ও সেবা**				
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	২০,০০,০০০	২৫,২৩,০০০	২৫,০৫,৯৯৬	১৭,০০৪
৪৮০২	বদলি ব্যয়	২,০০,০০০	১,৫০,০০০	২৫,৩৪৪	১,২৪,৬৫৬
৪৮০৫	ওভারটাইম	৫০,০০০	৩৮,০০০	০	৩৮,০০০
৪৮০৬	ভাড়া অফিস	১,৭০,০০,০০০	১,৭০,০০,০০০	১,৬৯,৮১,১৫২	১৮,৮৪৮
৪৮০৮	ভাড়া সরঞ্জামাদি	৪০,০০০	৩০,০০০	০	৩০,০০০
৪৮১৫	ডাক	৪০,০০০	৩০,০০০	২০,০০০	১০,০০০
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	৫,০০,০০০	৩,৭৫,০০০	৩,৩৯,৭০১	৩৫,২৯৯
৪৮১৭	টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	৩,০০,০০০	২,২৫,০০০	১,৮০,৫৫০	৪৪,৪৫০
৪৮১৯	পানি	২,০০,০০০	১,৫০,০০০	১,৪৬,১৬৬	৩,৮৩৪
৪৮২১	বিদ্যুৎ	৫,০০,০০০	৩,৭৫,০০০	৩,০২,৭৬৫	৭২,২৩৫
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানি	২০,০০০	১৫,০০০	০	১৫,০০০
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	১৪,০০,০০০	১৩,০৮,০০০	১২,৪৬,৭৯৪	৬১,২০৬

৪৮২৪	বীমা/ব্যাংক চার্জেস	৩,০০,০০০	২,৫০,০০০	২,৪৯,৯৬৪	৩৬
৪৮২৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৫,০০,০০০	৪,০০,০০০	৩,৯৯,৫৬৫	৪৩৫
৪৮২৮	স্টেশনারী ,সীল ও স্ট্যাম্প	৩,০০,০০০	২,৩০,০০০	২,২৯,৭১৩	২৮৭
৪৮২৯	গবেষণা ব্যয়	১৫,০০,০০০	১৫,০০,০০০	১৪,৯২,৯৪৫	৭,০৫৫
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	২,০০,০০০	১,৭০,০০০	১,৬৯,৫৫১	৪৪৯
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপণ	১০,০০,০০০	১৫,০০,০০০	১৪,৯৫,৫১৩	৪,৪৮৭
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৭,৩২,০০০	৫,৪৬,০০০	৪,৪৯,৮৭৫	৯৬,১২৫
৪৮৪১	আইসিটি/ই-গর্ভনেনস	২,০০,০০০	২,০০,০০০	১,৯২,৮৭৫	৭,১২৫
৪৮৪২	সেমিনার,কনফারেন্স	১৫,০০,০০০	১১,২৫,০০০	৯,৪৯,০০৩	১,৭৫,৯৯৭
৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	৪,০০,০০০	৩,০০,০০০	২,৯৬,৫০৮	৩,৪৯২
৪৮৪৬	পরিবহন ব্যয়	৫,০০,০০০	৩,৭৫,০০০	২,৬৫,৬৬৩	১,০৯,৩৩৭
৪৮৫১	শ্রমিক মজুরি	২,০০,০০০	৩,১০,০০০	৩,০৪,৬৫০	৫,৩৫০
৪৮৬৯	চিকিৎসা ব্যয়	১০,০০,০০০	১৫,০০,০০০	১৪,১১,৩৩৪	৮৮,৬৬৬
৪৮৭৭	প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৫,৪০,০০০	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০	০
৪৮৮২	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৪,০০,০০০	৩,০০,০০০	১,৫৫,০০০	১,৪৫,০০০
৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	১৪,০০,০০০	১৯,৫০,০০০	১৯,৪৯,৭২৭	২৭৩
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	২,০০,০০০	১,৭০,০০০	১,৬৫,৪০৪	৪,৫৯৬
৪৮৯৮	বিশেষ ব্যয়	২৫,০০০	১৯,০০০	১৭,৫৮০	১,৪২০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	৬০,০০,০০০	৭২,৫০,০০০	৭২,৪৩,৪৬১	৬,৫৩৯
	উপমোট-সরবরাহ ও সেবাঃ	**৩,৯১,৪৭,০০০**	**৪,০৯,১৪,০০০**	**৩,৯৭,৮৬,৭৯৯**	**১১,২৭,২০১**
৪৯০০	**মেরামত ও সংরক্ষণ**				
৪৯০১	মোটর যানবাহন	৫,০০,০০০	৩,৭৫,০০০	৩,৫৩,৮৫৩	২১,১৪৭
৪৯০৬	আসবাবপত্র	২৫,০০০	১৯,০০০	০	১৯,০০০
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি	১,০০,০০০	৭৫,০০০	৭৫,০০০	০
	উপমোট-মেরামত ও সংরক্ষণঃ	**৬,২৫,০০০**	**৪,৬৯,০০০**	**৪,২৮,৮৫৩**	**৪০,১৪৭**
৫৯৯৮	**মূলধন মঞ্জুরি**				
৬৮০০	**সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়**				
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	১২,০০,০০০	১২,২৭,০০০	১২,২৪,৮৮৭	২,১১৩
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৪,০০,০০০	৭,০০,০০০	৬,৯৪,৮৮৪	৫,১১৬
৬৮২১	আসবাবপত্র	১,০০,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৪,০৭৮	৯২২
৬৮৫৩	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম	৫০,০০০	৩৮,০০০	২৩,৪০০	১৪,৬০০
	উপমোট-সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	**১৭,৫০,০০০**	**২১,৪০,০০০**	**২১,১৭,২৪৯**	**২২,৭৫১**
	সর্বমোট :	**৬,৩০,০০,০০০**	**৬,২০,০০,০০০**	**৬,০৩,০৬,২৪১**	**১৬,৯৩,৭৫৯**

০২: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যবৃন্দ

নাম	পদবি	ছবি
কাজী রিয়াজুল হক	চেয়ারম্যান	
মো. নজরুল ইসলাম	সার্বক্ষণিক সদস্য	
নুরুন নাহার ওসমানী	সদস্য	
এনামুল হক চৌধুরী	সদস্য	
অধ্যাপক আখতার হোসেন	সদস্য	
বাঞ্ছিতা চাকমা	সদস্য	
অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা	সদস্য	

০৩: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

নাম	পদবি	ই-মেইল
হিরণ্ময় বাড়ৈ	সচিব	secretary@nhrc.org.bd
কাজী আরফান আশিক	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	director.admin@nhrc.org.bd
আল মাহমুদ ফয়জুল কবীর	পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	director.complaint@nhrc.org.bd
মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন	উপ- পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	gaji.complaint@nhrc.org.bd
এম. রবিউল ইসলাম	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	rabiul.complaint@nhrc.org.bd
সুস্মিতা পাইক	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	susmita.complaint@nhrc.org.bd
মোঃ জামাল উদ্দিন	সহকারী পরিচালক (অর্থ)	ad.finance@nhrc.org.bd
ফারজানা নাজনীন তুলতুল	সহকারী পরিচালক (সমাজসেবা ও কাউন্সিলিং)	ad.counseling@nhrc.org.bd
ফারহানা সাঈদ	জনসংযোগ কর্মকর্তা	pro@nhrc.org.bd
মোঃ আজহার হোসেন	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	ad.training@nhrc.org.bd
মোহাম্মদ তৌহিদ খান	সহকারী পরিচালক (তথ্য প্রযুক্তি)	ad.it@nhrc.org.bd
জেসমিন সুলতানা	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ, পর্য বেক্ষণ ও সমঝোতা)	ad.mediation@nhrc.org.bd
মোঃ শাহ পরান	সহকারী পরিচালক (আইন)	ad.law@nhrc.org.bd
মোঃ রবিউল ইসলাম	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	rabiduens@gmail.com

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা)
৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd
পিএবিএক্স: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd
হেল্পলাইন ঃ **১৬১০৮**